ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ

স্মা র ক গ্র ন্থ

সম্পাদনা পরিষদ

সুলতানা রাজিয়া বেগম
এ.কে.এম. হাসানুজ্জামান
হাসিনা ফেরদৌস বানু
ইমরোজ মুহাম্মদ শোয়েব
মোঃ মনজুর কাদির
মোঃ মফিজুদ্দিন মোল্লা
মোহাঃ শাহ্ আলম

রাজশাহী কলেজ,রাজশাহী

ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ

স্মা র ক গ্র ন্থ

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দ/আশ্বিন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
প্রফেসর ড.কে.এম জালালউদ্দীন আকবর
অধ্যক্ষ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

তথ্য সরবরাহ সহযোগিতা
প্রফেসর হাসিনা ফেরদৌস বানু
অর্থনীতি বিভাগ

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সহযোগিতা
অধ্যাপক মোঃ মফিজুদ্দিন মোল্লা
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মুদ্রণ
উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী
ফোন ঃ ৭৭৩৭৮২

বিতরণ ও প্রচার কলেজ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

OITIJJHEY RAJSHAHI COLLEGE	:	SMARAK GRANTHA **(A Collection of documents on Rajshahi College)**
Published by	:	Dr. K.M. Jalaluddin Akbar **Principal, Rajshahi College, Rajshahi**
Editorial Board	:	Sultana Razia Begum. A.K.M. Hasanuzzaman. Hasina Ferdous Banu. Imroj Muhammad Shoeb. Md. Monzur Kadir. Md. Mofizuddin Mollah. Md. Shah Alam
Printed by	:	Uttoran Offset Printing Press, Rajshahi
First Edition	:	**September 2oo1**

ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ
স্মা র ক গ্র ন্থ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

প্রফেসর আখতার বানু
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক ঃ

প্রফেসর মোঃ আবদুল হাই চৌধুরী
অধ্যক্ষ

প্রফেসর অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ

প্রফেসর ড.কে.এম জালালউদ্দীন আকবর
অধ্যক্ষ

প্রফেসর মোঃ গোলাম আকবর
উপাধ্যক্ষ

প্রফেসর মোঃ মাসুম আলী
উপাধ্যক্ষ

উপদেষ্টা ঃ

প্রফেসর শের মোহাম্মদ
বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী

প্রফেসর এ.জে.এম রেজাউল হক চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন

প্রফেসর খোদা বখস্ মৃধা
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ
স্মা র ক গ্র ন্থ

প্রকাশনার সার্বিক তত্ত্বাবধান

অধ্যাপক এ.কে.এম হাসানুজ্জামান
বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক ইমরোজ মুহাম্মদ শোয়েব
ইংরেজি বিভাগ

অধ্যাপক মোঃ মনজুর কাদির
ইস. ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক মোহাঃ শাহ্ আলম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. আতফুল হাই শিবলী
প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. খোন্দকার সিরাজুল হক
প্রফেসর বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ইতিহাসের প্রফেসর ও পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী।

ড. তসিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী।

রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠায়
যাঁদের সফল প্রচেষ্টা
তাঁদের
এবং সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও
শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে-

স্মৃতিতে-শ্রুতিতে-ঐতিহ্যে ঃ রাজশাহী কলেজ

স্মৃতিতে, শ্রুতিতে, ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ এই শিরোনাম আমাদের শিহরিত করে। অনেকের স্মৃতিতে এই কলেজ, সুশীল সমাজের অনেকের শ্রুতিতে এই কলেজ এবং সব মিলিয়ে কলেজের লালিত গৌরব ধারণ করে হয়ে উঠেছে এক ঐতিহ্য। কলেজের সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থাগার ও শতাব্দির দৃষ্টিনন্দিত প্রশাসনিক ভবনের দুএকটি কক্ষ বুকে ধারণ করে রেখেছে দেড়'শ বছরের বেশি সময়ের বাউলিয়া হাই স্কুল ও কলেজের মূল্যবান পুস্তক-নকশা-দলিল-দস্তাবেজ। কালের বিবর্তনে তাতো একদিন বিনষ্ট হবেই। ইতোমধ্যে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। যে গুলো আছে সেগুলো এখন সংরক্ষণের জন্য খুঁজে দেখা প্রয়োজন; যার মধ্যে অতীত কথা বলবে। উপমহাদেশে এ জাতীয় ডকুমেন্ট খুঁজে দেখা হয়েছে কিনা; তা আমাদের জানা নেই। সংরক্ষণের জরুরি প্রয়োজনে তাই আমাদের খুঁজতে হয়েছে এর প্রোথিত শেকড়।

রাজশাহী কলেজের অবয়ব দর্শনে যে কোন ব্যক্তি বলা বাহুল্য সচকিত হবেন। অতীতে যারা ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারি ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন তাঁদের নিকট রাজশাহী কলেজ একটি গর্বিত শিক্ষাঙ্গন। এর কারণ উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা উচ্চ শিক্ষা প্রসার ও সংস্কৃতি বিকাশে একটি গৌরবদীপ্ত হীরকোজ্জ্বল অধ্যায়।

এর কারণ Rajshahi College is the only Government Institution for higher education in North Bengal. Muslim students have always found the place particularly congenial to them; as a centre of Muhammadan education it was supreme in Bengal up to 1920, and yields precedence now only to the Islamia college, Calcutta and the University of Dacca. Rajshahi is the ancient and historic capital of North Bengal and the college, situated on the bank of the Padma, commands inspiring natural scenery and superb beauties of art. There is no congestion or over crowding; the numerous buildings are detached on from another with lawns, tanks or flower-gardens in between them. There is plenty of light and air everywhere and abundant scope for vigorous sport and exercise or pleasant promenade and conversation. Rajshahi is better than most other district towns in Bengal in point of health and the living is also comparatively cheap. Removed far away from the industrial and commercial centres of the province, the town offers little in the way of distractions and temptations, and that is no mean advantage from the educational point of view.[1]

কোম্পানী আমলে উত্তরবঙ্গের তিনটি কীর্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকবৃন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার্থে পদ্মার উপর সাঁড়াব্রিজ (হার্ডিঞ্জব্রিজ) নির্মাণ, রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং যে কীর্তিটি সবচেয়ে প্রাচীন ও অবিস্মরণীয় তা নিঃসন্দেহে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা। ৩৪ একর জমি নিয়ে রাজশাহী কলেজের অবকাঠামো নির্মাণের ইতিহাস অনেকেরই জানা। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে যাঁর নাম শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করা হয়; তিনি হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহঃ)। তাঁর দয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে একটি

[1] Rajshahi College prospectus for Academic year 1933-34, Page 2-3

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন পবিত্র স্থানে তিনি চিরশায়িত। 'হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহঃ) রাজশাহী দরগাহ্ পাবলিক ওয়াক্ফ এস্টেট' রাজশাহী কলেজকে দলিলমূলে যে জমি প্রদান করেন, তা একটি কল্যাণমূলক কাজের ইতিহাস।

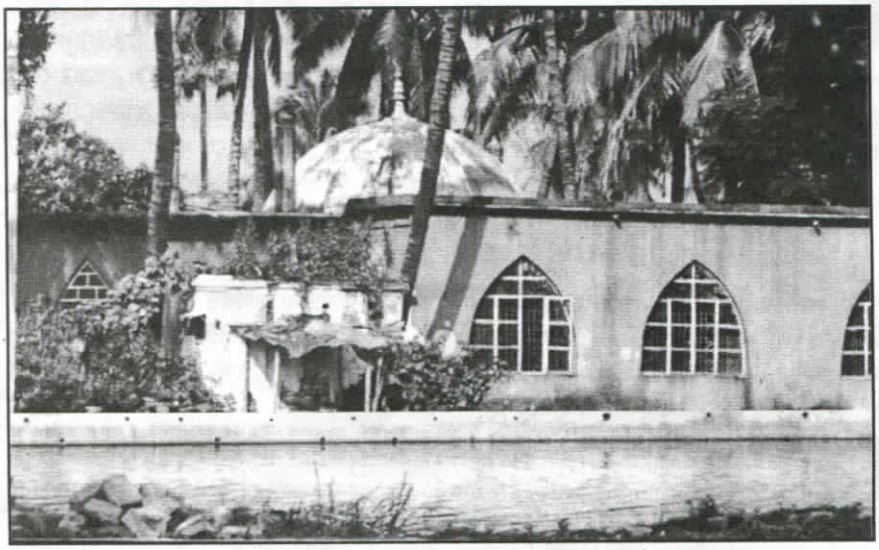

এছাড়াও রাজশাহীর জনগণ, রাজশাহী এসোসিয়েশন, দিঘাপতিয়ার রাজপরিবার, পুঠিয়ার রাজপরিবার, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার দুবলহাটী ও বলিহার জমিদারের প্রচেষ্টা ও অনুদান সর্বতোভাবে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহীকে শিক্ষা প্রসারের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মা বিধৌত স্বাস্থ্যকর ও যোগাযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে রাজশাহীর গুরুত্ব ছিল অন্যতম। যদিও ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত, যোগাযোগ মূলতঃ পদ্মা নদীভিত্তিক ছিল। এসব প্রেক্ষাপটে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১৯৩৩ সালের এ্যানুয়াল রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

It is in this historical region that Rajshahi College stands to-day with its fifty blocks of buildings, large and small, in an area of 34 acres of land. The college traces its history back to a small English School, opened in 1828 with private subscriptions and raised to the status of a Zilla school in 1836, with its quiet popularity, as one of the finest institutions in Bengal, Behar and Orissa. As the demand for higher education gradually arose with the coming into beeing of the Calcutta University, Raja Hara Nath of Dubalhati made over a gift of a Zamindari Estate yielding an annual income of Rs.5,000 for the foundation of a second grade college at Rampur Baulia.[2]

---

[2] Diamond Jubilee Prize Distribution, December 19, 1933, Rajshahi College Annual Report, page-15

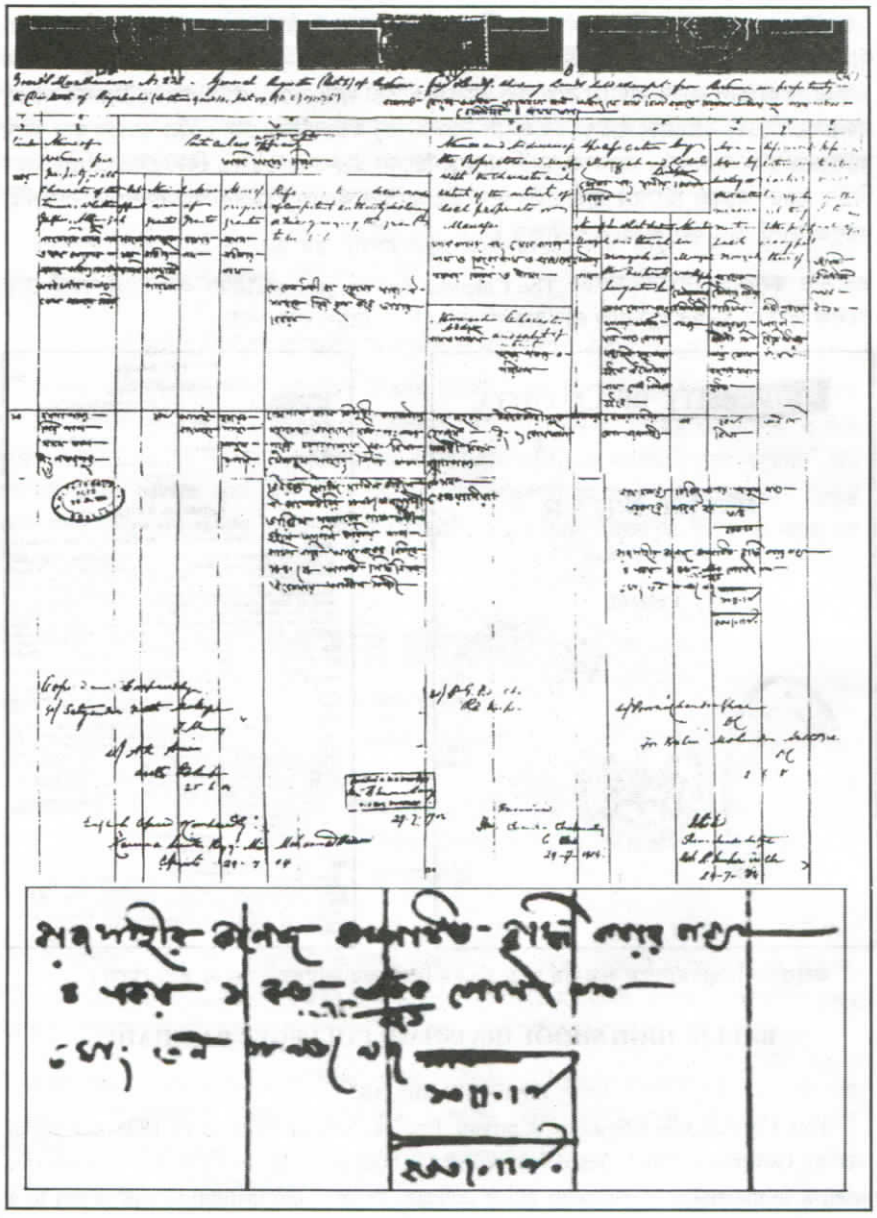

দরগা কর্তৃপক্ষ রাজশাহী কলেজকে যে জমি দান করেছিল তার দলিল

উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার কারণে রাজা বাহাদুরের উক্ত দান তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল বাউলিয়া হাইস্কুল ভবনে এফ.এ. ক্লাস চালু করার মাধ্যমে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাউলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু হরগোবিন্দ সেন। মাত্র ছয়জন ছাত্র নিয়ে কলেজের ক্লাস শুরু হয়। এরমধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিলেন একজন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় গ্রেড কলেজ হিসেবে রাজশাহী কলেজের প্রতিষ্ঠা হলেও, ১৮৭৩-৭৪ সেশনেই রাজশাহী কলেজ ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের The Calendar for the year of 1896 এর তথ্যে ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসেবে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পরের বছরকে উল্লেখ করা আছে।

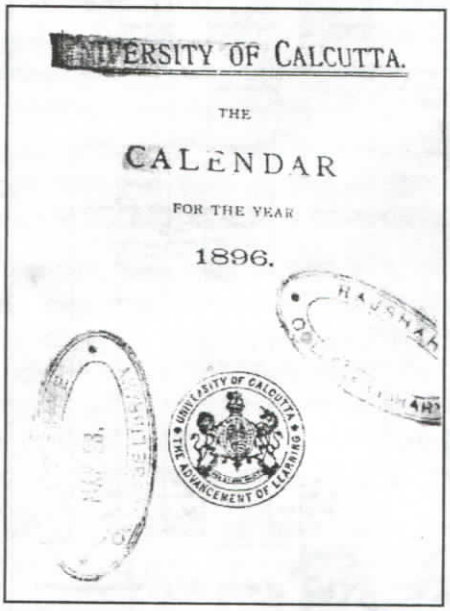
UNIVERSITY OF CALCUTTA.

THE

CALENDAR

FOR THE YEAR

1896.

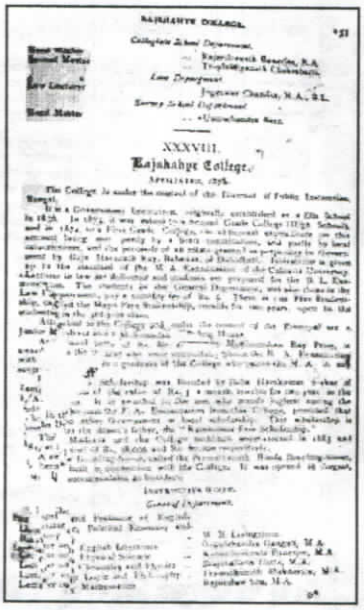
XXXVIII.

Rajshahye College.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত বর্ষ পূর্তি ১৯৫৭ খ্রিস্টব্দের ক্যালেন্ডারেও এ তথ্য মেলে।

BAULIA HIGH SHOOL (RAJSHAHI COLLEGE), RAJSHAHI

First Affiliation, 1873

This College was originally a private English School founded in 1828 and taken over by Government and turned into a Zilla School in 1836. In 1873 the Government raised it to the status of a second grade college. In 1873 the Institution was raised to a first grade college. All this was possible by the gifts of (1) Raja Haranath Roy, of

Dubalhati, (2) Maharani Sarat Sundari Debi and (3) Raja Pramathanath Roy of Dighapatia. In 1881 and 1883, M.A. and B.L. Classes were added respectively, but in 1909, M.A. and B.L. affiliation was withdrawn.[3]

সুতরাং ইতিহাস থেকেই বলা যেতে পারে যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ১৮৭৩-৭৪ সেশনেই ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসেবে রাজশাহী কলেজ মর্যাদা লাভ করে। এর খরচ বহনে রাষ্ট্র ছাড়াও স্থানীয় জগণের আর্থিক সহায়তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে ছাত্র সংখ্যা সাতাশ এ উন্নীত হয়। সাতাশ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিলেন মাত্র একজন। মুসলিম ছাত্রটি দ্বিতীয়বর্ষের সেরা ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজশাহী কলেজের প্রতিবেদন ১৯৩৩ এ বলা হয়েছে 'Of these students, there was only one Muhammadan, and the best in the second year class.' প্রথম ভর্তিকৃত ছয়জন ছাত্রের মধ্যে একজন মুসলিম ছাত্রই সম্ভবত উক্ত মেধাবী ছাত্রটি। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্কুল ভবন সংলগ্ন ইমারত নির্মাণে পুঠিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরীর দানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ডিগ্রী ক্লাসসহ রাজশাহী কলেজ পুরোপুরিভাবে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে রাজশাহী কলেজের বার্ষিক প্রাগুক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

Raja Pramathanath Roy Bahadur of Dighapatia made an endowment of Rs. 1,50,000 through the Rajshahi Association and does the B.A. classes were opened in 1878 with the "Baulia High School Transforming into Rajshahi College."

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজশাহী কলেজে বি.এ., বি.এল. ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয় এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এ কলেজকে ডি.পি.আই-এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বি.এ., বি.এল. ও এম.এ/এম.এস-সি. কোর্স চালু করার সাথে সাথে এ কলেজে অনার্স কোর্সও চালু করা হয়। অনার্স কোর্স চালু করা প্রসঙ্গে সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা কোন নির্দেশনামা থাকতো বলে মনে হয় না। এছাড়াও ছাত্রদের অনার্স পড়ার প্রবণতাও ছিল বেশ কম। বি.এল. কোর্স চালু করার জন্য পুঠিয়ার রাণী মনোমোহিনী দেবী ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা দান করেন। এ দান স্মরণযোগ্য। সম্ভবত এ কারণেই অতীতের অনেক ডকুমেন্টে, এ সময় থেকেই ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসেবে রাজশাহী কলেজকে চিহ্নিত করা আছে। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজ ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই উচ্চতর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য অনুমোদন পায়।

[3] Hundred years of the University of Calcutta (Supplement), 1957.

রাজশাহী কলেজের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজশাহী কলেজের বর্তমান প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ। ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন এ ভবন। এখনও এ ভবনের বিকশিত সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর।

এ ভবনের একস্থানে শ্বেতপাথরে খোদিত আছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে রাজশাহীর উচ্চতার কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে রাজশাহীর উচ্চতা প্রায় সত্তর ফুট বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মত প্রকাশ করেছেন। ভবনের উপরে মিনার্ভা অর্থাৎ রোমান পুরাণের জ্ঞান ও চারুশিল্পের দুটো ভাস্কর্য ছিল। গ্রীক পুরাণে এর নাম প্যালাস অ্যাথিনী। পরবর্তীতে একই আদলে আরো দুটো ভাস্কর্য হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাসে স্থাপিত হয়। এই চারটি ভাস্কর্যই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাবাহিনীর দোসরদের চাপে অপসারিত হয়।

প্রশাসনিক ভবনটি কলেজের প্রথম নিজস্ব স্থাপত্যের নিদর্শন। এর জন্য ব্যয় হয় ৬০,৭০৩/- টাকা মাত্র (Rajshahi College Annual Riport, 1933)। পুঁঠিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান দিয়েছিলেন এই সুদৃশ্য ইমারত নির্মাণে। মহারাণী কলেজের সীমানা প্রাচীর ও রেলিং নির্মাণেও অর্থ প্রদান করেছিলেন।* তবে ১৯৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষের প্রসপেকটাসে ভবন নির্মাণ ব্যয় মোট ৬১,৭০৩/- টাকার কথা উল্লেখ আছে। নির্মাণ শেষে বাউলিয়া হাইস্কুল থেকে রাজশাহী কলেজের ক্লাসসমূহ এই নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। অনেকে ধারণা করেন এই নতুন ভবনে ক্লাস শুরু হলেই বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ক্লাসসমূহ চালুর বিষয় অনুমোদিত হয়। নিম্নের তথ্যে একথার সমর্থন পাওয়া যায়।**

The College is affiliated to the B.A. standard in English (Pass and Honours), Vernacular Composition, Sanskrit (Pass and Honours), Arabic (Pass), Persian (Pass), Mathematics (Pass and Honours), Philosophy (Pass and Honours), Physics (Pass and Honours), Chemistry (Pass and Honours), History (Pass and Honours), Economics and Politics (Pass); to the I.A. standard in English, Vernacular Composition, Sanskrit, Arabic, Persian, History, Logic, Mathematics, Physics and Chemistry; to the B.Sc. standard in Mathematics (Pass and Honours), Physics (Pass and Honours), Chemistry (Pass and Honours); to the I.Sc. standard in English, Vernacular Composition, Mathematics, Physics and Chemistry.

---

* বিমলাচরণ মৈত্রেয়, 'পুঠিয়ার রাজবংশ', ১৩৫০, পৃ: ১১০।

** Report on the Rajshahi College for 1916-17 and 1917-18

প্রাপ্ত তথ্য মতে, ১৮৮৭ সালের পূর্বেই রাজশাহী কলেজে কয়েকটি বিভাগে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। সূত্রমতে জানা যায় যে, জনৈক পরেশ লাহিড়ী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সংস্কৃতে প্রথম অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ একই বছরে অথবা একই সেশনে একজন মুসলমান ছাত্র সৈয়দ আবদুস সালেক পদার্থ ও রসায়ন বিভাগে (তৎকালীন সময়ে এদুটি বিষয়কে একটি বিষয় হিসেবেই গণ্য করা হতো) ভালো ফলাফল করে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এস-সি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ইনিই পরে রাজশাহী কলেজের প্রফেসর হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। সৈয়দ আবদুস সালেক সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রাজশাহী কলেজে অনুষ্ঠানে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তখন বিখ্যাত কয়েক জন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রফেসর সৈয়দ আবদুস সালেকও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করব।

কাজী মোহাম্মদ মিছের 'রাজশাহীর ইতিহাস'* গ্রন্থে লিখেছেন "ইংরেজী ১৮৯৫ সালে সর্ব প্রথম এই কলেজ হইতে দুইজন ছাত্রকে এম.এ. পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রথম জন নাটোর নিবাসী জনৈক 'জনাব চয়েন উদ্দিন আহম্মদ' ইংরেজীতে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া তিনি কলেজকে ধন্য করেন। পরে তিনি খানবাহাদুর ও বাঙলা সরকারের চিফ সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন শ্রী এন.এন. লাহিড়ী কেমিষ্ট্রিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি রায়বাহাদুর এবং সেশন জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন।"

রাজশাহী কলেজের সার্বিক উন্নয়নে বেশ কিছু সময় লাগলেও সারা ভারতবর্ষে চিকিৎসা, প্রকৌশল ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা Calcutta University Calendar part II 1933 এ প্রকাশিত হয়। গর্বিত হতে হয় এ তথ্য দেখে মোট একান্নটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজশাহী কলেজ ১২ নম্বর স্থানে ছিল ।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এল. ও এম.এ. ক্লাস তুলে দেওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে "In 1909, affiliation for M.A. and B.L. Teaching was withdrawn by the University Under the New regulation and the number on rolls stood at 292"** রাজশাহী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জী বাহাদুর কোর্সসমূহ চালু রাখার প্রচন্ড চেষ্টা করেন। Report on the Rajshahi College and the attached institutions for the year 1912-13" এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়মাবলী বা শর্তে বলা হয়েছে নিম্নরূপঃ

Application for affiliation in Honours Standard in History, was made last year by the Director of Public Instruction, and the University wanted an additional Lecturer in this subject. At present there are one Professor and a half-time Lecturer in History. The University recommended that a wholetime Lecturer in History should be appointed in teaching upto the Honours Standard was to be imparted. Owing to large number of

---

* কাজী মোহাম্মদ মিছের, 'রাজশাহীর ইতিহাস', রাজশাহী, পৃ: ১১৫।

** Principal's Annual Report 1933 page 16, the Rajshahi College Magazine Fel 1934.

students reading English, the present half-time Lecturer in History who also teaches English, may be utilised entirely for English. It is desirable that provision for extension of affiliation to Honours Standard in History should be made early by appointing an additional Lecturer. The College got affiliation in Economics in the year under report.

4. The following table shows the number of pupils in the different stages of instruction during each of the last three years:-

Year	4th-Year Class		3rd-Year Class		2nd-Year Class		1st-Year Class		Total	
	31st December 1912	31st March 1913	31st December 1912	31st March 1913	31st December 1912	31st March 1913	31st December 1912	31st March 1913	31st December 1912	31st March 1913
1910-11...	36	35	36	35	186	177	150	147	408	394
1911-12...	61	61	106	105	212	209	148	147	527	522
1912-13...	118	117	115	112	214	206	225	221	672	656

The number in the B.A. Classes has considerably increased, and is about 35 percent, other total.

5. The following statement shows the number of teachers in each subject and the number of students reading:-

	Number of Teachers	Number of students			Total number of pupils
		Intermediate	Pass and Honour		
			B.A.	B.Sc	
English	3½	427	163	14	604
Sanskrit	2	304	62	4	270
Arabic and Persian	2	52	9	.....	61
History	1½	166	75	....	241
Philosphy and Logic	2	298	60	10	368
Mathematics ...	2	217	53	12	282
Physices ...	1½ with 2 Demonstrators.	86	41	11	138
Chemistry ...	2 with 1 Demonstrator.	171	39	13	223
Economics ...	1	.....	74	....	74

It will be seen that there are 20½ teachers for 656 students in the college, i.e,. nearly 32 students per teacher. The University Commission suggested that in a College there should be one teacher for every fifteen students. Judged by this Standard, this College needs more Professors.

6. The number of pupils on the 31st March last was 656 against 522 on the corresponding date of the previous year. Of these 550 were Hindus and 106 Mohamedans against 453 Hindus and 69 Mohamedans in the year before. It is gratifying to note that the number of Mohamedan students increased very considerably. The average monthly number and the average daily attendance in the year under report was 619 and 519,

respectively, against 483 and 396.4 in 1911-12. Owing to want of accommodation both in the class rooms as well as in the Boarding Houses a large number of students, not less than 150 had to be refused admission.*

বিভাগওয়ারী শিক্ষক-ছাত্রের পরিংখ্যান অন্যান্য তথ্যাদি দেয়ার উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারী নিয়মাবলীর তথ্য সরবরাহ করা। প্রতি পনেরো জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষকের কথা বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি ব্যাখ্যা দিলেই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কারণ ইমারত ও অন্যান্য সুবিধাদি থাকা সত্ত্বেও বি.এল. ও এম.এ. ক্লাস চালু রাখা সম্ভব হয়নি।

It can be unhesitatingly asserted that outside Calcutta and Dacca, Rajshahi College is the best equiped College all round, and with commodious government hostels capable of comfortably accommodating hundreds of students in residence, with a guarantee of personal care and individual attention, it has already the appearance of residential university. It was been able to maintain its position as the chief centre of education in North Bengal for upwards of half a century. The Calcutta University Sadler Commission were highly impressed with the charming site and healthy outlook of the institution, and the cheerful *esprit de crops* of its student community, and the first-rate facilities the place offers induced the Commission to recommend that Rajshahi College should be progressively elevated to the status of the self-contained University.*

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ঢাকার কৃতী সন্তান রায়কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জি বাহাদুর মূলতঃ কলেজের স্থপতি। পদার্থ বিদ্যার প্রফেসর এই অধ্যক্ষ মহোদয় উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাই একমাত্র পারে এ উপমহাদেশের মানুষের স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা ও ঐতিহ্য ধারণ করে রাখতে। তাই তিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে ঋদ্ধ করার সুমহান ব্রত নিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের রুচি, মূল্যবোধ ও সমাজ মনস্কতা ও নিজ স্বার্থ ধার্য বিচারে এঁরাই পরিশীলিত সৃজনশীল জ্ঞানী মানুষ। না হলে ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে গিয়ে নিজের একটি চক্ষু হারানোর ঘটনা তাঁকে যতটা না পীড়িত করেছিল, তার চেয়ে বেশী মর্মাহত করেছিল বি.এল. ও এম.এ ক্লাশ উঠিয়ে দেবার ঘটনা। তার প্রচেষ্টায় মহাকাল দিঘি নামক জলাধার ভরাট করে বর্তমানে খেলার মাঠে রূপান্তরিত হয়।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যক্ষ কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জি গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় কলকাতা থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৫-এ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজশাহী কলেজের সাথে কলেজিয়েট স্কুল, জুনিয়র মাদ্রাসা ছাড়াও মহারাণী হেমন্ত কুমারী সংস্কৃত কলেজ ও পরবর্তীতে এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এর কারণেই অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জি বাহাদুর জমি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯১২-১৩- খ্রিষ্টাব্দের এক প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেনঃ

---

* Report on the Rajshahi College and the Attached Institutions for the year 1912-13, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1914.
* Rajshahi College prospectus of the Academic year 1933-34

There are at present three institutions attached to the Rajshahi College, viz, the Collegiate School, the Junior Madrassa and the Rani Hemanta Kumari Sanskrit College, the question of the removal of the Collegiate School is under consideration, this school also which is growing does not admit of extension is its present site. The governing body at their meeting held on the 8th February last resolved to prepare an improvement scheme, and according to this it was proposed to remove the school and the Madrassa to new sites to the west of the College, the present school building being utilished for the College and the Madrassa and the Fuller Hostel for the Mahomadan boys of the College. It was proposed to aquire about 50 bighas of land at an approximate cost of a lakh of rupees. Of these 20 bighas will be for the school, 10 bighas for the Junior Madrassa and Mahomedan Hostel and the rest, 20 bighas, for play-ground of the College and quarters of the staff.

In August last declaration was issued for acqiring 9 bighas of land for the additional Hindu Hostel for the college students. But it was not acquired before the 31st March last.*

উল্লেখ্য যে, আনুমানিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশ বিঘা জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত একটি ব্লুপ্রিন্ট কলেজের ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। নক্সাটি অনুমোদিত হয়েছিল তারিখ ৪/৯/১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ। অনুমোদিত নক্শাতেও রাজশাহী কলেজকে সম্প্রসারণের নিমিত্তে নাটোর রোডের দক্ষিণে কলেজের পশ্চিম পার্শ্বের এলাকায় ফায়ার ব্রিগেড মোড় এবং তৎসংলগ্ন রাজশাহী হাই মাদ্রাসার পশ্চিম দিক পর্যন্ত সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক জমিতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হয়। মাদ্রাসা নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হলেও অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় সে সময়ের খাজাঞ্চি বাবু ঘাট রোডের (বর্তমানে জেলখানার পূর্বদিকের রোড) পূর্ব পর্যন্ত কলেজিয়েট স্কুল পৃথক স্থানে সম্প্রসারিত হতে পারেনি। এ প্রচেষ্টা ছাড়াও কলেজকে নানাভাবে বিকশিত করার প্রচেষ্টা ছিল তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়ের। সিনেটের মাধ্যমে ১০ জুলাই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকারের নিকট বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিদর্শন প্রতিবেদনে পনেরোটি বিষয়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি নাটোর রোডের উত্তরে অবস্থিত কলেজ কমনরুম, লাইব্রেরী এবং পি.এন হোস্টেলকে কলেজের একই চত্বরে আনয়নের জন্য নাটোর রোডের বিকল্প ব্যবস্থার কথা। উক্ত প্রতিবেদনে অধ্যক্ষ কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জি রায় বাহাদুরের কথাও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করা হয়েছে (Report on Rajshahi College for 1919-20, 20-21 & 1921-22 insprection 21. 22 February 1922).

The whole scheme has been submitted to the Government and we earnestly hope that the authorities will get the necessary funds to at least begin work on the scheme. In this connection we can not refrain from stating that the past improvement of the Rajshahi College, the position to which it has attained and the way in which it will develop in the future are mainly if not exclusively due to the strenuous exertions of the present principal Roy Kumudini Kanta Banerjee Bahadur, who has guided the destinies of this institution for the last 25 years.

---

* Rajshahi College attached institution for the year 1912-13 page 4, 5 land and builders.

XII. Suggestions

1. Increased power should be given to the Governing Body as set forth in section 1 of this Report.
2. Teachers should have a larger number of representatives in the Governing Body.
3. The Natore Road should be diverted so as to bring the present Common room, Library and the P.N. Hostel inside the College compound.
4. Protective measures for safeguarding the College grounds against the encroachment of the river should be undertaken.
5. A segregation ward for isolating cases of infaction deseases is urgently required.
6. A covered Gymnasium and more sporting appliances should be provide.
7. The two Football fields should be properly levelled.
8. The staff should be strengthened in English, Mathematics and Logic and Philosophy.
9. Tutorial work should be done in larger number of subjects than at present.
10. The numbers in the different tutorial batches should be diminished.
11. It seems desirable that the authorities arrange for teaching pali up to the B.A. Honours standard and botany at least up to the intermediate standard.
12. The fixed Laboratory grant should be increased to Rs. 12,000 and the Library grant to Rs. 4000 per year.
13. Th Government grant for the Common Room as well as the Contract Contingency Grant should be increased.
14. An extra gas-holder of at least 500 c. ft. capacity should be set up.
15. Steps should be taken early to provode additional accommodation for lecture and tutorial work.

Senate House,
The 10th July, 1922

H. C. Mookerjee.
C. V. Raman.

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সম্মানিত খান বাহাদুর আযিযুল হক সাহেবের পদধ্বনিতেও কলেজ প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়েছিল। অধ্যক্ষের রিপোর্টের সপ্তম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ I arranged a deputation and brought home to the Railway authorities at Calcutta the urgent need of a radical change in the timing of the train service to and from Rajshahi so that we may have a connexion both the up and down Assam Mail as well as Chittagong Mail. I am glad the E, B. Railway authorities were kind enough to comply with my request and the serious inconvenience felt so far by the Rajshahi public was removed by the organization of 3 quick trains to and from Calcutta daily, in addition to the Saturday frier. We are very greatful to Rai Bahadur Mr. B.R. Singh, the Agent, for his sympathetic

response through his Traffic Department. I have also requested that steps should be taken to open a Refreshment Room at Rajshahi Station in the near future, These are among measures calculated to enhance the prestige of the town. * এছাড়াও একই সময় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে কলেজের চিঠিপত্র দ্রুত প্রেরণের নিমিত্তে অনুরোধ জানানো হয় 'I have persuaded the Postal authorities not only to fix a much later hour for the clearance of letters in the afternoon but also to give us a separate letter-box for our college to be fixed in the Main Building. This was done from the 1st July this year and has facilitated the work of our Despatch Clerk as well.'**

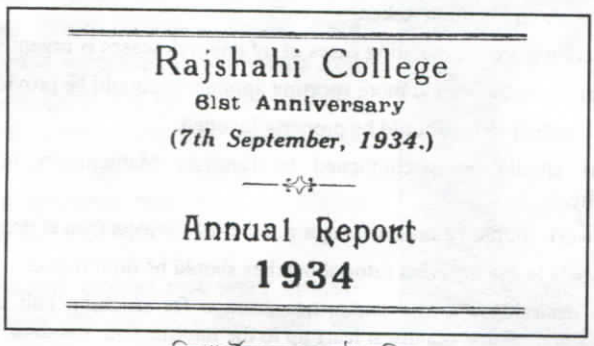
Rajshahi College
61st Anniversary
(7th September, 1934.)
Annual Report
1934

রিপোর্টের কভার পৃষ্ঠা মুদ্রিত

১৯২৯ সালে রাজশাহী শহরের সঙ্গে রেল যোগাযোগের পর ১৯৩৪ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়। রাজশাহী রেল স্টেশনে একটি "Refreshment Room" এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়। ছাত্র-শিক্ষক রাজশাহীবাসী তথা শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতি প্রসঙ্গে অনেক তথ্যের মধ্যে এখানে কিছু তথ্য প্রদান প্রয়োজন। রাজশাহী কলেজের ইতিহাসে যা অত্যন্ত 'স্মরণীয় অধ্যায়'।*** পদার্থবিদ্যা ভবন ও পুরাতন রসায়ন ভবন সংলগ্ন এক স্থানে দুটো জেনারেটিং সেট ব্যাটারী ও ওয়ার্কশপের প্রয়োজনে পাওয়ার হাউসও ছিল। পদার্থবিদ্যা ভবনে রক্ষিত জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত উন্নতমানের টেলিস্কোপ, ওয়ারলেস ট্রান্সমিটিং সেটসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রতি বছর তিন হাজার টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল। অধ্যক্ষের বাসা সহ সমগ্র কলেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন অধ্যক্ষের প্রতিবেদনে বলা আছে "A generating set of a higher power is also a very urgent necessity of the college..... A Scheme costing only about Rs. 2,000/- initially was recently submitted to the government and would have solved the whole problem.

---

* Rajshahi College 61st Anniversary (7th Septimber, 1934).
** প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।
*** Rajshahi College Annual Report 1934 (Sep. 7).

দিঘাপতিয়া রাজ পরিবারের আনুকূল্যে রাজশাহী কলেজ স্থাপনসহ অনেক সুবিধাদি রাজশাহীবাসী, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করেছে। রসায়ন বিভাগের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজনে দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায়ের ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকার অনুদান স্মরণীয়। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে ভৌত সুবিধাদি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজনে রসায়ন বিভাগের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সরকার কর্তৃক বরাদ্দ হয়। রসায়ন ভবনে দু'হাজার কিউবিক ফিট ধারণ সম্পন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

কলেজে ছাত্রী ভর্তি ও ছাত্রীদের বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের বিষয়ে রাজশাহী এসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অধ্যক্ষ প্রফেসর আহমেদ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর আহমেদ। প্রফেসর আহমেদ 'পরিচয়' এখনও অনুদঘাটিত। তবে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে মিঃ আহমেদ নামক এক ব্যক্তি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।* মিঃ আহমেদ ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ হিসেবে রাজশাহী কলেজে কর্মরত ছিলেন। প্রশান্ত কুমার পাল রচিত রবি জীবনী তৃতীয় খণ্ডের (১২৯২-১৩০০) ২৩৭ পৃষ্ঠায় যা উল্লেখিত আছে তা তুলে ধরা হলো।

রবি জীবনী

তৃতীয় খণ্ড
১২৯২-১৩০০

প্রশান্ত কুমার পাল
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯

রামপুর-বোয়ালিয়াতে থাকার সময়ে ১২ অগ্রঃ (শনি ২৬ নভেঃ) রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে রাজশাহী কলেজে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হের-ফের' [দ্র সাধনা, পৌষ। ৯৩-১১২; শিক্ষা ১২। ২৭৭-৮৯] পাঠ করেন। নাটোরের মহারাজা ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সম্ভবতঃ তাঁরই অনুরোধে সেখানে পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

The Indian Daily New পত্রিকার 2 Dec. [শুক্র ১৮ অগ্রঃ] সংখ্যায় 'A Lecture on Education' শিরোনামায় নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এক কলামব্যাপী এক প্রতিবেদনে বক্তৃতানুষ্ঠানের বিবরণ মদ্রিত হয়ঃ "On saturday evening a lectutre was delivered at the Rajshahi College by Mr. Robindra Nath Tagore, on the subject of Education, when the

* Calcutta University Calender for the year 1929. part II-Vol. 1, Calcutta, 1932

Maharaja of Natore was on the chair. Mr. Tagore is very distinguished member of the celebrated Tagore family of Calcutta. He is also one of the greatest Bengali poets in the province, being considered by some the Shelly, by others, Tennyson, of Bengal. His lecture was in Bengali. It was delivered with gtreat eloquence and attracted an enormous audience.

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করার পর প্রতিবেদক লিখেছেনঃ "After the lecture a discussion was begun, in which the Collector [Lokendra Palit] the Principal of the College Mr. Ahmed, Professor Kumudini Kanta Benerjea, Professor Syed Abdul Salek, Mr. (Akshay Kumar) Maitra, and Mr. [Pramatha Choudhury] Took part," এঁরা সকলেই বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করার পদ্ধতির নিন্দা করেন। After some further discussion, Mr. Tagore got opportunity of replying to his critics, and the Maharaja of Natore delivered an exceedingly sensible closing speech, which showed the folly of teaching young Bengali boys through the medium of English, which they did not understood.'

সভার শেষে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আহমেদ ছাত্রদের নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান যে, তিনি এই বিষয় নিয়ে একটি বই লিখছেন। সম্ভবতঃ এই বইটিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ সাধনা-র মাঘ-সংখ্যার প্রসঙ্গ-কথাটি রচনা করেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা অনেক দিনের -বিভিন্ন রচনায় প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও করেছেন, যথাস্থানে আমরা সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে এইটিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। সেই যুগে কলেজী শিক্ষায় তো বটেই, স্কুলের পাঠ্যসূচীতেও ইতিহাস, ভূগোল, অংক প্রভৃতি শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিরোধিতা করেননি- কিন্তু তিনি বলতে চাইলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু কথাটি তাঁকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হল, একটি ঐতিহাসিক কারণে।

11 July 1891 [শনি ২৮ আষাঢ় ১২৯৮] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [1864-1924, পরে স্যার] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশ চন্দ্র দত্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু, Rev. K. S. Macdonald ও মহেন্দ্রনাথ রায় ভাষণ দেন। রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়, নবাব আবদুল লতিফ, Colonel Jarret, মৌলবী সিরাজ-উল ইসলাম ও রজনীনাথ রায় বলেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। ডি.পি.আই Sir Alfred Croft ও তদানীনন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের সহানুভূতি সত্ত্বেও ১১-১৭ ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।[১] *The Bengalee* পত্রিকার এই দিনের সম্পাদকীয়তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

---

1 ১a. The Bengalee, 18,1891

ইংরেজ-শিক্ষিত বাঙালির অংশ বিশেষের এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। সুতরাং মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বললে প্রতিবাদ কত তীব্র হতে পারে সে কথা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। সেই কারণে তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন শিশু পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথা দিয়ে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল-বিবরণ ও নীতিপাঠ তাঁর মতে শিক্ষা পুস্তক মাত্র, কিন্তু এই অত্যাবশ্যক শিক্ষা পুস্তকের মধ্যে শিশুদের একান্তভাবে বদ্ধ রাখলে চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে না- ফলে 'বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণ বালক থাকিয়াই যায়।' তারা এমন করে বাংলা শেখে না যাতে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বাংলা কাব্য নিজে পড়ে তার রসাস্বাদন করতে পারে, অপর পক্ষে অপরিচিত দেশ ও জীবনযাত্রার কাহিনী-সম্বলিত ইংরেজী বাল্যগ্রন্থ পড়ে বোঝার মতো ইংরেজীও তারা জানে না। এন্ট্রেন্স পাশ বা এন্ট্রেন্স ফেল যে সমস্ত শিক্ষক নিচের ক্লাসে পড়ান ইংরেজী ভাষা ভাব আচার ব্যবহার ও সাহিত্য তাঁদের কাছে এত অপরিচিত যে, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা মনে ভাবের উদ্বোধন ঘটানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। "তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রইল কি। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত, যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত..... আর ইংরেজী শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল।" ফলে বড়ো বয়সে যখন ইংরেজী, ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবনা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখানকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্যই পারে এই মিলন ঘটাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এই কারণেই দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তরকে অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত করে তুলেছিল-কেননা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে নয়-ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙালির অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়ে। এই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত লোক বাংলা ভাষার ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শৈশববধি চর্চা না থাকায় উন্নত ভাব প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা তাঁরা খুজে পান না। রবীন্দ্রনাথের মতে, এইটিই হ'ল 'শিক্ষার হেরফের'-এই হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই।'

নাগরিক জীবনের ভাষ্যকার সবুজ পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর এক বক্তব্যে উপরিউক্ত তথ্যাদির প্রমাণাদি মেলে। 'বাং ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী রাজশাহী শহরের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত সভাপতির 'অভিভাষণ'-এ বলেন "আজ বাইশ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহী শহরে আমি সর্বজন সমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্ব প্রথম বক্তৃতা। ... ... আমি সে সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুরের পদানুসরণ করি। ... ... সেই সভাতে এই রাজশাহী শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক চর্চা হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাব সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সংগত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই।"*

* প্রমথ চৌধুরী অভিভাষণ-প্রবন্দ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪, পৃ: ৭০, ৭৩।

ভাষা আন্দোলনে রাজশাহী কলেজ

রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনেক সংগ্রামী সৈনিকরা দাবি করেন ২১শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রে রাজশাহী কলেজ হোস্টেল গেটে তাঁরা একটি 'শহীদ মিনার' তৈরী করেন। এটি যদি সত্য হয় তাহলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম রাজশাহীতেই 'শহীদ মিনার' তৈরী হয়েছিল। ঢাকায় সম্ভবতঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী। রাজশাহীর ভাষা-আন্দোলনে মূলতঃ নেতৃত্ব দিয়েছিল রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা।**

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশসহ ১৮৮টি দেশ অমর একুশকে সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঙালি ছাত্র ও তরুণরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। ইতিহাসে এটি এক অনন্য ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাঙালিরা প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

এই অনন্য গৌরবদীপ্ত ইতিহাস থেকে একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে একটি যুগান্তকারী অধ্যায় যুক্ত করেছে বাঙালি জাতি বিশ্ব ইতিহাসে। আমাদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের অমরত্ব আজ বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন মাত্রিকতা সংযোজিত করেছে। সকল দেশের সকল জাতির তথা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা জগৎ সভায় সমাদৃত হবে সমভাবে।

এতদিন যাবৎ অমর একুশে একমাত্র আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব ছিল। বিশ্ববাসীর এ নিয়ে কৌতূহল ছিল না, ঔৎসুক্যও ছিল না। কারো খবর রাখার প্রয়োজন পড়ত না। ২১শে ফেব্রুয়ারি কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো, তার মূল অনুসন্ধান করতে যেয়ে বিশ্ববাসী অতঃপর সবিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখবে এবং অপার বিস্ময়ে ভাববে একটি দেশে ভাষার জন্য জীবনদানের এই অনন্য ইতিহাস ও গৌরবের পতাকা। আর তখনই আমাদের ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় ঘটবে। আর বিশ্বের অঙ্গনে 'একুশে আমার পরিচয়' আমাদের এই শ্লোগান সম্প্রসারিত হয়ে আমাদের পরিচয়কে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করবে। বিশ্ব সংস্কৃতির দরবারে বাঙালি জাতি তথা বাংলা সংস্কৃতির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয়ের উর্ধ্বে।

আমরা গৌরবান্বিত একটি কারণে তা হলো জানামতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়ে রাজশাহী কলেজেই প্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ প্রফেসর আহমেদের সভাপতিত্বে শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

** তসিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন স্মারকপত্র'। শহীদ মিনারটির ছবি কলেজ স্মারক গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজশাহী কলেজ

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে কবি কাজী নজরুল ইসলামও রাজশাহী কলেজে এসেছিলেন। তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরুণদের সত্যিকার অর্থে কত ভালবাসতেন তার উল্লেখ আছে রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগারের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থঃ ১৯৮৪-তে।

রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার
স্থাপিত- ১৮৮৪
শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থঃ ১৯৮৪
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

শেষ পর্যন্ত কবি রাজশাহীতে এলেন বেলা এগারটায়। তাঁকে হেতম খাঁ মহল্লার আশরাফ আলী ব্যারিষ্টারের বাড়ী 'চৌধুরী দালান'-এ এনে উঠান হলো। এখানেই কবি তিন দিন ছিলেন। নাটোরের বিখ্যাত জমিদার ব্যারিষ্টার আশরাফ আলী চৌধুরীর কাচারী 'চৌধুরী দালান' নামে পরিচিত। বিশাল অট্টালিকা। অট্টালিকা দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে কাচারী, অন্যদিকে মেস। রাজশাহী কলেজের মুসলিম ছাত্রদের মেস করে থাকার জন্য তিনি নির্ধারিত করে দেন। স্থানটি রাজশাহী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে ২০০ গজ দূরে অবস্থিত। ব্যারিষ্টার চৌধুরী ছাত্রদের বিনা ভাড়ায় থাকতে দিতেন। সাধারণত ২০ জনের মতো ছাত্রের বাসের ব্যবস্থা ছিল। এরই একটি প্রশস্ত কামরা কবির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

কবিকে 'চৌধুরী দালানে' ছাত্রদের মেসে উঠান হলে উদ্যোক্তাগণ একটু বিব্রত হলেন কিন্তু কবি বললেন যে, তিনি ছাত্র ও তরুণদের ভালবাসেন। সুতরাং তাদের সংগে বাস করতে তিনি পছন্দ করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আরো বলেছিলেনঃ আমি দেরিতে ঘুমাই, তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?' তারা তক্ষুণি জবাব দিলঃ 'না, আমরা আপনার জন্যে একটা বড় কামরাই ছেড়ে দিয়েছি।' নজরুল সহাস্যে তাদের ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। আর প্রিয়দর্শী কবি 'চৌধুরী দালানের' অর্থাৎ মেসের বসবাসরত রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের নিয়েও একটি গ্রুপ ফটো তোলেন। ফটোতে যাঁরা কবির সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন তাঁদের সবাই নয়, কেউ কেউ উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কবি যে 'চৌধুরী দালানে' অবস্থান করেছিলেন তারই সন্নিকটে ছিল একটি বৃহৎ বকুল গাছ। এই বকুল বৃক্ষ তলায় কবিকে নিয়ে ছাত্ররা ছবি উঠান। সময়টা ছিল ডিসম্বেরের কোনো এক সকাল আটটা। অতি সাধারণ কিন্তু অপূর্ব বেশ ছিল কবির। সাদা ধূতি লুংগির মতো করে পরা, গায়ে পাঞ্জাবির উপর শাল এবং পায়ে নাগরাই জুতা। কবি যেসব ছাত্রের সংগে ছবি তোলেন তাঁরা হলেন বাম দিক থেকে বসেঃ

১। মোঃ জালাল উদ্দীন ২। মোঃ আবুল কাশেম ৩। কবি ৪। ফজলুল হক ৫। জোয়াদুর রহিম জাহিদ। দণ্ডায়মান (বাম দিক থেকে) ১। মুহাম্মদ ইয়াসিন ২। বি.এ. ক্লাসের জনৈক ছাত্র ৩। আবদুল কাদের ৪। শামসুদ্দোহা ৫। মুহাম্মদ লতিফুর রহমান ৬। অজ্ঞাত ৭। মিয়াজান আলী চৌধুরী ৮। মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দীন ৯। সিরাজুল ইসলাম। সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেওয়া গেলঃ

জনাব মোঃ জালাল উদ্দীন আমনূরা-আবদুলপুর রেলওয়ের ড্রাফটসম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মোঃ আবুল কাশেম ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রফেসর এ. মাহমুদের ছেলে, তখন তিনি বি.এ. পড়তেন। জনাব ফজলুল হকের বাড়ী ছিল রংপুর জেলায়। তিনি তৎকালে রাজশাহী মাদ্রাসায় হেড পণ্ডিত রূপে কর্মরত ছিলেন। জোয়াদুর রহিম জাহিদ হলেন রাজশাহীর প্রথিতযশা সমাজসেবী খান বাহাদুর এমাদ উদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি কিছুকাল আগে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ইয়াসিন আজীবন স্কুল শিক্ষক। জনাব আবদুল কাদের কয়েক বছর আগে ডেপুটি কমিশনারের নাজির রূপে অবসর গ্রহণ করেন। শামসুদ্দোহা পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ টিকেটে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। মুহাম্মদ লতিফুর রহমান ওরফে কালু মিয়ার বাড়ী ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে। তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী। মিয়াজান আলী চৌধুরী পরবর্তীকালে ওকালতি করে বেশ পসার জমিয়েছিলেন। মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দীন ছিলেন খান বাহাদুর এমাদ উদ্দীনের পুত্র। প্রথম দিকে রাজশাহী গার্লস মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। পরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। কবির সাথে যেসব ছাত্র ফটো তুলেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই পরলোকে, কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁদের শরীর ও স্বাস্থ্য জরাজীর্ণ।

প্রথম দিনে রাজশাহী কলেজের লাগোয়া ফুলার হোষ্টেলে কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ কবিকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করেন। কলেজ প্রিন্সিপ্যাল টি. টি. উইলিয়ামস ও অধ্যাপক শেখ শরফুদ্দীনও উক্ত ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কবি রাজশাহীতে এসে পৌছার সংগে সংগে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হল। মোটকথা 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এবং সেই সংগে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সভা আহবান করা হয়েছিল। আর এ কারণেই কবির রাজশাহীতে আসা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আগমনও কলেজকে ধন্য করেছিল।

কলেজ সীমানা ঃ

রাজশাহী কলেজের সীমানা সম্পর্কে কিছু কথা বলা আবশ্যক। প্রথমের ৩৪ একরসহ হযরত শাহ মখদুম রূপোস (রাঃ) এস্টেট থেকে প্রাপ্ত ৪ একর ও মহারাণী হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাসের জন্য জমি প্রদানের দলিল মোতাবেক প্রায় ১ একর জমি নিয়ে বাউলিয়া হাইস্কুলসহ মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৯ একর। যা প্রায় ১১৭ বিঘার মত। এর মধ্যে সংস্কৃত কলেজে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও কলেজিয়েট স্কুলের জন্য বেশ কিছু জমি (বাউলিয়া স্কুল ও কলেজ পি.এন. হোষ্টেলসহ) বাদ দিলে জমির পরিমাণ কত একরে দাঁড়াবে? কলেজের আর এস, নক্শা ও খতিয়ান মূলে তা মাপ জোক করা নেই। যে কারণে কলেজের জমির সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় নেই।

কলেজ গ্রন্থাগার ঃ

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থসহ সংস্কৃত, বাংলা পুঁথি ও সাময়িকী সংরক্ষিত আছে। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য মাত্র চার হাজার টাকা বৎসরী বরাদ্দ ছিল এবং পুস্তক বাঁধাই-এর জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র দুই শত টাকা। ১৯৩৫ সালে রাজশাহী কলেজ রিপোর্টে দেখা যায় পাঁচ টাকা হারে জামানত প্রদান পূর্বক গ্রন্থাগার থেকে ছাত্ররা পুস্তক গ্রহণ করতে পারতো।

ডঃ জেঙ্কিনস্ অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করার সময় ছেষট্টি খণ্ড (Volume) মূল্যবান পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। কলেজ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত Catalogoue of books in Rajshahi College Library 1939, 1942, তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ক্যাটালগে "The Rajshahi College Library contains nearly 25,000 (two thousand and five hundred) volumes of books and a good collection of periodicals.

১৯৪২ সালের catalogue-এ অধ্যক্ষ স্নেহময় দত্তের মুখবন্ধ FOREWORD

১৯১৬-১৭-এর একটি রিপোর্টে দেখা যায় অধ্যক্ষ মহোদয় সমন্বয়ে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

FOREWORD

The Rajshahi College Library contains nearly 25,000 volumes of books and a good collection of periodicals. It has got also a collection of rare and valuable Sanskrit and Bengali manuscripts.

The system of classification followed in the old catalogue was merely conventional, With the gradual development of the library the meed or a revised catalogue was felt. In 1929, at the instance of Mr. T.T. Williams the then Principal of the college, Government was plessed sanction the appointment of a temporary clerk to help the library if in the work of reclassifying and remodelling the library. The work was taken up by Babu Kalipada Bhattacharyya. M.A. the then Librarian, who worked out the present scheme of Classification on the principles of Dewey Decimal System with modifications to suit the ecial ciramstances of the library. Babu Kalipada Bhattacharyya. Reclassified the books on English, Bengali, Philosophy, Sociology, History, Fligon and Science, according to the new scheme and throught of 3 volumes of type-written catalogues with the assistance of the Assitant Librarian, Babu Matilal chowdhury.

Absence of printed catalogue was keenly felt all the time and Mr, A. A. Khan, M.A. the former Librarian, with the assistance of Babu Matilal chowdhury, took up the work of compilation of manuscript of the present volume, which is now completed.

Thanks are also due to Professors K. D. Banerji, M.A. Serajul Islam, M. A. Nikhil Chandra Sen, M. A. and other members of the staff for their wiling and meritorious co-operation with the library staff in bringing an the present volume.

S. DUTTA
Principal.

RAJSHAHI COLLEGE, RAJSHAHI.

গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক খোয়া বা বিনষ্ট হলে লাইব্রেরীয়ানের উপর দায়ভার ন্যস্ত করা হতো। ১৮-৬-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জনশিক্ষা পরিচালক (DPI) কর্তৃক লিখিত পত্রে লাইব্রেরীয়ানকে হারিয়ে যাওয়া পুস্তকের মূল্য পরিশোধ অথবা ক্রয় করে পুনরায় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদসংক্রান্ত তদন্ত ও নির্দেশনামার পত্রাদি স্মারকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষার পুঁথি সম্পর্কিত বিষয়ে রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মঞ্জুলা চৌধুরী গবেষণা করছেন। তাঁর প্রদত্ত প্রতিবেদনটি পুঁথির ছবিসহ হুবহু ছাপানো হলো।

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে সংস্কৃত ভাষায় লেখা পাঁচ শতাধিক প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য, তন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই পুঁথিগুলো লেখা। এই পুঁথিগুলোর অধিকাংশই দেশীয় উপকরণের সাহায্যে প্রস্তুত, হাতে তৈরি তুলোট কাগজে লেখা। এর কাগজ হরিতাল, অভ্র ইত্যাদির প্রলেপ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। পুঁথিগুলো হরিতকি, হিঙ্গুল, অঙ্গার, ছাগদুগ্ধ, জবার কুঁড়ির সাহায্যে প্রস্তুত দেশীয় কালিতে লেখা। কালির রং ঘন কালো এবং দীর্ঘস্থায়ী; কঞ্চি, শর, ময়ূর বা শকুনের পালক দিয়ে তৈরি কলমে পুঁথিগুলো লেখা। পুঁথিগুলোর লিপিকাল যথাক্রমে শকাব্দ, সম্বৎ ও সনে লেখা। পুঁথিগুলো সেলাইবিহীন, কাঠের পাটাতনে বাঁধা রয়েছে। কোনটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া আছে, কোনটি আবার পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুটো পুঁথির ফটোকপি নমুনাস্বরূপ দেয়া হল (সংযোজিত)

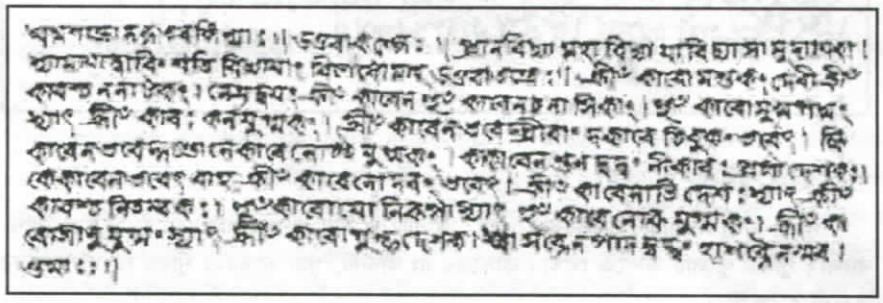

১ নং পুঁথির পরিচিতি ও বিবরণী ঃ

এই পুঁথিটির নাম শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী (উত্তরাকল্প)

এটি তন্ত্র সাহিত্যের গ্রন্থ, লিপিকরের নাম ব্রহ্মানন্দ নিরি, পুঁথির ভাষা সংস্কৃত, লিপি বাংলা, পুঁথিটি তুলোট কাগজে লেখা, কাগজের রং বাদামী, পৃষ্ঠা (ফোলিও) সংখ্যা ১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ লাইন রয়েছে। পরিমাপ- ২৪×১১ সে.মি. পুঁথির লিপিকালঃ ১৮০৫ শতাব্দ=১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মূল্যায়নঃ পুঁথিটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য দেবী শ্যামার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ব্রীং ক্রীং ইত্যাদি বিভিন্ন তান্ত্রিক মন্ত্র লিখিত রয়েছে। প্রাণায়ামবিদ্যাকে মহাবিদ্যা বলা হয়েছে। মস্তক, ললাট, নেত্র, নাসিকা, কর্ণ, মুখ, বাহু, নাভিদেশ ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণ স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যঃ এই পুঁথিতে পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ নেই। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও সুন্দর, য় ও র বর্ণের তলায় বিন্দু নেই। পুঁথির প্রারম্ভে অন্যান্য পুঁথির ন্যায় লিপিকরের আরাধ্য কোন দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ বা দেবদেবী বন্দনা নেই।

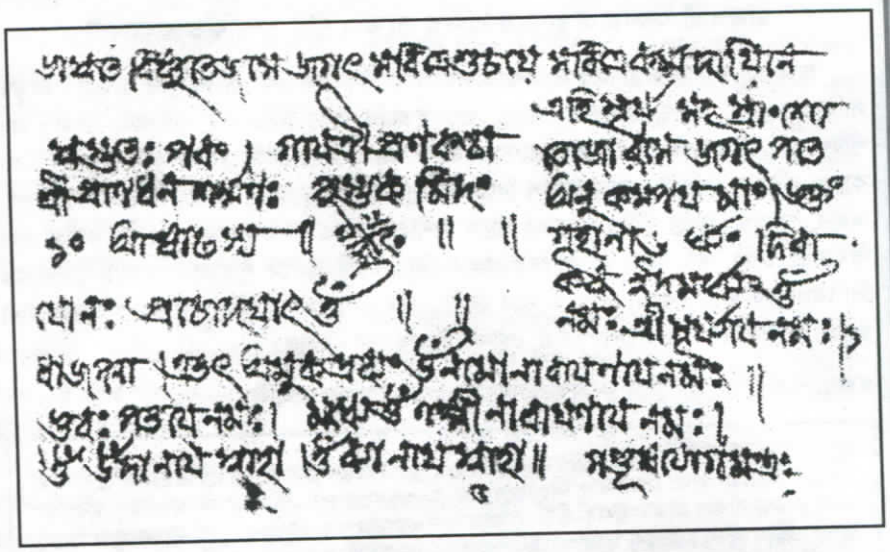

২ নং পুঁথির পরিচিতি ও বিবরণ ঃ

পুঁথির নামঃ সন্ধ্যাবিধি। বিষয়বস্তু-স্তোত্র। লিপিকরের নাম-প্রাণধন শর্মা। ভাষা- সংস্কৃত, লিপি-বাংলা। পুঁথিটি তুলোট কাগজে লেখা। কাগজের রং বাদামী, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১ পুঁথির পরিমাপ/আকার ৩৩×৯.৫ সে.মি.।

লিপিকাল-১০ই আষাঢ়, ১২৫৪ সন=১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্যায়ন ঃ এই পুঁথিতে গায়ত্রী মন্ত্র ও সূর্যমন্ত্র লেখা আছে। জবাকুসুমসঙ্কাংশ .... এটি সূর্যমন্ত্র। স্নানকালে সূর্যোদেবের উদ্দেশ্যে করজোড়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়।

ঔ ভূর্ভুব ঃ .....এটি গায়ত্রী মন্ত্র।

উপবীত (Sacred thread) ধারণকারী ব্রাহ্মণদের উচ্চার্য মন্ত্র। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিত্য কর্মবিধির অন্তর্গত সন্ধ্যাবিধি।

পুঁথিটির প্রারম্ভে অন্যান্য প্রায় সব পুঁথির মতই দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ রয়েছে। এই এক পৃষ্ঠার পৃথিবীপতি, 'ভূ'-এর পতি, ;স্ব' অর্থাৎ স্বর্গলোকের পতির উল্লেখ রযেছে। পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। লক্ষ্মীনারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানানো হয়েছে। কয়েকবার মঙ্গলসূচক স্বাহা শব্দটিও উচ্চারিত হয়েছে, সূর্য মন্ত্রটির বানান শুদ্ধ নয়, এটি লিপিকরের প্রমাদবশতঃ হয়েছে বলে মনে হয়। লিখনরীতিও সুবিন্যস্ত নয়।

কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধাদি, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বার্ষিকী

প্রফেসরস্ ক্লাব ঃ ১৯৩৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, সে সময়ে শিক্ষক ক্লাব পরিচালনার জন্য শিক্ষকবৃন্দ মাসিক চাঁদা প্রদান করতেন। এখানে সান্ধ্যকালীন সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য শিক্ষকবৃন্দ একত্রিত হতেন। মত বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর কাছাকাছি আসতে পারতেন। এই সান্ধ্য ক্লাবে যোগদানের মাধ্যমে এখানে মাঝে মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হতো। দৈনিক খবরের কাগজসহ মাসিক ম্যাগাজিন অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া ও টেনিস খেলার ব্যবস্থাও ছিল।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বর্তমানের ন্যায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিও সে সময় পরিচালিত হতো। টেনিস, নৌকাবাইচ, ফুটবল, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ম্যাগাজিন ক্রিকেট, হকি আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া, বিতর্ক ও বক্তৃতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত এতদঞ্চলের নিজস্ব খেলা, ওয়াটার পোলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সামাজিক কর্মকাণ্ডসহ প্রত্যেকটি বিষয়ে পৃথক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হতো। এ প্রসঙ্গে Diamond Jubilee 1933 ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে Prof. Girija Sankar Bhattacharyya. has proved a great asset in the smooth and systematic working of the Union. Prof. A Hena also rendered very useful service through his wholesome influence of Muslim students.

১৯৫৫ সালে নির্মিত পদার্থবিদ্যা ভবন ও পুরাতন রসায়ন ভবন সংলগ্ন এক স্থানে দুটো জেনারেটিং সেট ব্যাটারী ও ওয়ার্কশপের প্রয়োজনে পাওয়ার হাউসও ছিল। পদার্থবিদ্যা ভবনে রক্ষিত জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত উন্নতমানের টেলিস্কোপ, ওয়ারলেস ট্রান্সমিটিং সেটসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালের প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রতিবছর তিন হাজার টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল। অধ্যক্ষের বাসাসহ সমগ্র কলেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন অধ্যক্ষের প্রতিবেদনে বলা আছে "A generating set of a higher power is also a very urgent necessity of the college ..... A Scheme costing only about Rs. 2,000/- initially was recently submitted to the government and would have solved the whole problem.

দিঘাপতিয়া রাজপরিবারের আনুকূল্যে রাজশাহী কলেজ স্থাপনসহ অনেক সুবিধাদি রাজশাহীবাসী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করেছেন। রসায়ন বিভাগের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজনে দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্র রায়ের ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকার অনুদান স্মরণীয়। ১৯২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভৌত সুবিধাদি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজনে রসায়ন বিভাগের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সরকার কর্তৃক বরাদ্দ হয়। রসায়ন ভবনে দু'হাজার কিউবিক ফিট ধারণ সম্পন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। জাপান কলকাতায় বোমা ফেললে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বাংলা সরকারের শিক্ষা দপ্তর রাজশাহীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দপ্তরের অফিস রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গনে স্থাপিত হয়। কাজী আবদুল ওদুদ এ সময় রাজশাহীতে আসেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কবিগুরু গ্যেটে (১৯৪৬)-এর অধিকাংশ কাজ তিনি এখানে বসেই করেন। রাজশাহীতে বাসকালে রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। (কাজী আব্দুল ওদুদঃ খোন্দকার সিরাজুল হক, পৃষ্ঠা-২০) এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। তা হলো কাজী আবদুল ওদুদের হাতের লেখা ছিল খুবই অস্পষ্ট এক

কথায় বেশ খারাপ। 'কবিগুরু গ্যেটে' লেখার পর কাজী সাহেব গ্রন্থটি সুন্দর ও স্পষ্ট হাতের লেখার অধিকারী রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আবদুল হককে দিয়ে কপি করিয়ে নেন। আবদুল হক ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রাবন্ধিক; যিনি বাংলা একাডেমীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হয়েছিলেন।

কলেজের বার্ষিকী যথানিয়মে প্রতি শিক্ষাবর্ষেই প্রকাশিত হতো তিনটি করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি প্রাপ্তির পর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের রাজশাহী কলেজ বার্ষিকীতে তাঁর একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি ছাপিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থ সংকুলান না হওয়ায় হাতে লেখা একটি বার্ষিকী বের হয়। পঞ্চাশের দশক থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে একটি করে বার্ষিকী প্রকাশিত হতে থাকে। শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা রাজশাহী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কলেজ বার্ষিকীটি সম্পাদনা করেন। দুষ্প্রাপ্য এই কলেজ বার্ষিকীটি বর্তমানে 'রাজশাহী কলেজ ঐতিহ্য সংগ্রহশালা'য় অন্যান্য মূল্যবান দলিলাদির সাথে রক্ষিত আছে।

রাজশাহী কলেজ বার্ষিকী সম্পাদকবৃন্দের একটি সংগৃহীত নামের তালিকা এখানে দেয়া হলো।

রাজশাহী কলেজ বার্ষিকীর
সম্পাদকদের তালিকা (১৯২৮-১৯৯৪)

কামাক্ষ্যা কুমার চক্রবর্ত্তী	১৯২৮-৩১		সিরাজুল ইসলাম (জিকেন)	১৯৫৪-৫৫
নলিনেশ ভৌমিক ও আশুতোষ সান্যাল	১৯৩১-৩২		হাবিবুর রহমান	১৯৫৬
আশুতোষ সান্যাল ও দেব প্রসাদ গাঙ্গুলী	১৯৩২-৩৩		ফজলুল হাসান ইউসুফ	১৯৫৭
দেব প্রসাদ গাঙ্গুলী	১৯৩৩-৩৪		মিসবাহুল আজীম	১৯৫৮
সুকুমার চক্রবর্ত্তী	১৯৩৪-৩৫		মোঃ কামরুল হুদা	১৯৫৯
গোপাল লাল চক্রবর্ত্তী	১৯৩৫-৩৬		রেজা শাহ তৌফিকুর রহমান	১৯৬০
জোয়াদুর রহিম জাহিদ	১৯৩৬-৩৭		আবু আলম	১৯৬১
অরুণ কুমার সেনগুপ্ত	১৯৩৭-৩৮		সারোয়ার জাহান	১৯৬২
সাজিরুদ্দিন আহাম্মদ	১৯৩৮-৩৯		আব্দুল মোমেন সুজা	১৯৬৭-৬৮
অমলেন্দু শেখর রায়	১৯৩৯-৪০		মোঃ আমানুল্লাহ ও শাহ লুৎফর রহমান চৌধুরী	১৯৭১
আব্দুল মান্নান	১৯৪১		মোহাম্মদ এমদাদুল হক	১৯৭২-৭৩
সত্যব্রত মৈত্র	১৯৪২		হাবিবার রহমান সেলিম	১৯৭৪-৭৫
অশোক চক্রবর্ত্তী (অসামাপ্ত হস্তলিখিত পত্রিকা)	১৯৪৪		রফিকুর রশীদ	১৯৭৭-৭৮
সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন	১৯৪৭-৪৮		সরকার শরীফুল ইসলাম	১৯৭৮-৭৯
আনোয়ার পাশা	১৯৪৯-৫০		এ.বি.এম. কামরুজ্জামান	১৯৮০-৮১
ছাদেক আলী	১৯৫০-৫১		এ.এইচ.এম. আজমল হোসেন রুনু	১৯৮১-৮২
মোসাম্মাৎ মোসফেকা রহমান	১৯৫১-৫২		এস.এম. ইমরান হাফিজ	১৯৮৮-৮৯
একরামুল হক	১৯৫২-৫৩		মোহাম্মদ আলী	১৯৮৯-৯০
একরামুল হক	১৯৫৩-৫৪		আবু হেনা মোঃ খুরশীদ (প্রিন্স)	১৯৯৩-৯৪

ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনে গীতা সোসাইটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েক বছর চালু ছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গীতা সোসাইটির বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনে প্রধান অতিথি এসেছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ছাত্রদের জন্য বার্ষিক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। নিসর্গ দর্শন, কল-কারখানা দেখার সুযোগও এখানে থাকতো।

কলেজের হীরক জয়ন্তী পালন করা হয় যথা সময়ে। এর বার্ষিকী বের হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এ বার্ষিকীতে বক্তব্য রেখেছিলেন। এ ছাড়াও সম্মানিত স্যার বি.পি সিং মহোদয় ছিলেন এর উদ্যোক্তা। কয়েক দিনের উৎসবের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা বলা আছে। এ অনুষ্ঠানে উল্লেখ করার মত ঘটনা তৎকালীন সংগীত জগতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আগমন। তাঁরা হলেন শচীনদেব বর্মণ, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও ওস্তাদ আমির খান।

রাজশাহী মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশন স্টাইপেন্ড ছাড়াও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য এককালীন সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিতেন। বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থাও করা হতো।

St. John Ambulance Association নামে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত মূল নীতিমালার গ্রন্থটি কলেজে পাওয়া গেছে। ছাত্রদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য সহকারী সার্জন সমমানের একজন ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন। এখানে নিয়োজিত ডাক্তারদের মধ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ডা. এ.টি. ঘোষ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডা. দানেশ মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কলেজের সরকারী শেষ ডাক্তার। সকল ছাত্রদের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা হতো এবং তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রিপোর্ট সংরক্ষণ করা হতো। Rajshahi College is the only college in Bengal with a wholetime medical officer specially placed at its disposal by Government*

রাজশাহী কলেজের পরীক্ষার ফলাফল প্রায় সবসময়ই ভাল ছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইন্টারমিডিয়েট আর্টস বিভাগে ৬১.৩%, ইন্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান বিভাগে ৮০.৩%, বি.এ. পরীক্ষায় ৫৭%, বি.এস-সি. পরীক্ষায় ৭৭.৭% ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

স্কাউট, ইউ,টি.সি., ইউ.ও.টি.সি, ও বি.এন.সি.সি

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে রাজশাহীতে স্কাউট এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অধ্যক্ষের বার্ষিক রিপোর্টে বলা আছে, 'The scout movement began in Rajshahi in January 1927, under the guidance of Mr. A.S. Larkin, who was then here for a short while as Magistrate won great popularity by his sympathetic outlook. The movement got a further inpetus, later on by the zealous co-operations of Mr. S.K. Ghosh I.C.S, District Magistrate who took a very keen interest in the organisation of sports as well.'

* Rajshahi College Prospectus for the Academic year 1933-34

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর University Officers Training Corps (U.O.T.C.)- এর কার্যক্রম শুরু হয় সারা দেশ ব্যাপী- যা মূলত সামরিক প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইউ.ও.টি.সি-এর কার্যক্রম বি.এন.সি.সি রূপে শুরু হয়। তবে বি.এন.সি.সি. সামরিক শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রাজশাহী কলেজ বিএনসিসি মহাস্থান ব্যাটেলিয়ান প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। বি.এন.সি.সি রাজশাহী কলেজ শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং কয়েকজন ইতোমধ্যে বি.টি.এফ. কমিশন লাভ করেছেন। বি.এন.সি.সি-এর কার্যক্রম দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করা ছাড়াও সমাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

রাজশাহী কলেজ বাঙলা সাহিত্য মজলিস

রাজশাহী কলেজ বাঙলা সাহিত্য মজলিস ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেন রাজশাহী কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ও বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হক। রাজশাহী কলেজের সে সময়ের ছাত্র মযহারুল ইসলাম ও কাজী আব্দুল মান্নান এবং আরো অনেকে বাঙলা সাহিত্য মজলিসকে উজ্জীবিত করেন। এছাড়া অধ্যাপক মুহাম্মদ একরামুল হক, অধ্যাপক শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, অধ্যাপক আর.কে. শর্মা, অধ্যাপক মুহম্মদ ইদরিস আলী ছিলেন এর সাথে যুক্ত। অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই এবং অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকীর নাম বাঙলা সাহিত্য মজলিসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা সাহিত্য মজলিসের সাময়িকীর নাম ছিল 'সাহিত্যিকী'। সাহিত্যিকী প্রকাশে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী ও ড. আব্দুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক সাময়িকী প্রকাশে অনন্য পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। 'সাহিত্যিকী'র একটি সংখ্যা বর্তমানে ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। 'সাহিত্যিকী' মূলত গবেষণামূলক পত্রিকা। পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার আলী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. আর.জে. শামসুল আলম এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. মোঃ আবুল কাসেমের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা সাহিত্য মজলিস পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সম্পাদনায় বাঙলা সাহিত্য মজলিস স্মরণিকা বের হয়। একুশের সংকলন বের হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর আর.জে. শামসুল আলম।

কলেজ ছাত্রাবাস

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজ স্কুল থেকে কলেজ হিসেবে উন্নীত হলেও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাত্রদের কোন আবাসিক ব্যবস্থা ছিল বলে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ সর্ব প্রথম পি.এন হিন্দু হোস্টেল সরকারী মঞ্জুরী ও রাজা পি.এন. রায় বাহাদুর এর অনুদানে নির্মিত হয়। কলেজের প্রধান ফটকের উত্তরে অবস্থিত বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুল হোস্টেল হিসেবে অবস্থিত দালানটি পি.এন হিন্দু হোস্টেল বলে পরিচিত।

হিন্দু ছাত্রদের আরও আবাসিক সুবিধা প্রদানের জন্য পুঠিয়ার মহারাণী হেমন্তকুমারী তৎকালীন ভারতবর্ষের স্টেট সেক্রেটারী বরাবর ১৯/০৮/১৯০১ খ্রিস্টাব্দে হেতম খাঁ মৌজায় দুই বিঘা পৌনে ছয় কাঠা জমি দান করেন।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১৮,০০০/- (টাকা আঠারো হাজার মাত্র) টাকা ব্যয়ে হেমন্তকুমারী হিন্দু হোস্টেল (বর্তমানে পাঠাগারের পশ্চিমে অবস্থিত) নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যয়ের সমুদয় অর্থ মহারাণী দান করেন।

ছাত্র সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় ছাত্রদের আবাসিক সমস্যাও প্রকট হতে থাকে। তৎকালীন অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জী বাহাদুর ছাত্র ও সুপারদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সরকারের নিকট প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে মে ১৯২০ ও জানুয়ারী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সরকারের মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯২১-২২ এবং ১৯২৩-২৪ অর্থবছরে হোস্টেলের দালানসমূহ নির্মিত হয়। প্রতিটি ব্লকে আসন সংখ্যা ছিল ৫০। উল্লেখ করা যায় যে, ছয়টি ব্লকের মধ্যে পাঁচটি ছিল হিন্দু ছাত্রদের জন্য এবং একটি ব্লক ছিল মুসলমান ছাত্রদের জন্য (বর্তমান 'এ' ব্লক)। এই নবনির্মিত ব্লকসমূহ "নিউ হোস্টেল" বলে পরিচিত ছিল।

হোস্টেলের ছাত্রদের সুবিধার জন্য পাঠাগার ও কমনরুম চালু করা হয়। হোস্টেলে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও বিভিন্ন বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। তন্মধ্যে হোস্টেল প্রতিষ্ঠা দিবস, হিন্দু ছাত্রদের জন্য সরস্বতী পূজা ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

এতদসঙ্গে হোস্টেলের সুপারদের জন্য আবাসিক দালানও নির্মিত হয়। সুপারদের বাসাসহ ব্লক সমূহ নির্মাণে সর্বমোট ব্যয় হয়- ৪,৩৪,৫৬৬/- যা সরকারের প্রাদেশিক রাজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। ১৯২৫-২৬ অর্থ বছরে হোস্টেলের ছাত্রদের আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য সরকার মোট ১২,৬৫২/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করেন। তৎসময়ে ছাত্রদের মাথা প্রতি চার আনা হারে আসবাবপত্র ফি ধার্য করা হয়।

ক্রমান্বয়ে হিন্দু আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মহারাণী হেমন্তকুমারী হিন্দু হোস্টেলসহ নিউ হিন্দু হোস্টেলের তিনটি ব্লক বন্ধ হয়ে যায় (Rajshahi college Annual Report 1933) প্রকারান্তরে মুসলমান আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় মুসলমান ছাত্রদের

আবাসিক সমস্যা প্রকট হতে থাকে। মুসলমান ছাত্ররা স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাতে থাকে কিন্তু দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ায়ও কোন সমাধান না পাওয়ায় তারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই একটি ব্লক দখল করে নেয়। বিষয়টি তৎকালীন অধ্যক্ষ জে.এম. বোস এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক এর স্মরনাপন্ন হন। মুখ্যমন্ত্রী মোট ছয়টি ব্লকের মধ্যে তিনটি ব্লক মুসলমানদের এবং তিনটি ব্লক হিন্দু ছাত্রদের জন্য বরাদ্দের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা আরও হ্রাস পাওয়ায় নিউ হোস্টেলের ছয়টি ব্লক'ই মুসলমান ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এবং শুধুমাত্র হেমন্তকুমারী ছাত্রাবাসটি হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

আলহাজ্ব খান বাহাদুর আহছানউল্লা (যিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন) এর প্রচেষ্টায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণর স্যার ফুলার (Sir Banfylde Fuller) কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল ভবন নির্মিত হয়। যার নামকরণ করা হয় "ফুলার হোস্টেল" ফুলার ভবনের নক্শাটি তৈরী হয় ১৭/৫/১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এবং অনুমোদিত হয় ৩/২/১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। যা ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। অত্র ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা ছিল ৭৫ টি। এই ছাত্রাবাসটি মূলতঃ মাদ্রাসা ও কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের জন্য নির্মিত হলেও কলেজের মুসলিম ছাত্ররাও সেখানে বসবাস করতো। (Report on the Rajshahi College of the attached institution form the year 1912-13) সে সময়ে মৌলভী মুজাহিদ আলী সহকারী শিক্ষক কলেজিয়েট স্কুল তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। মাসিক ১৮/- হারে ভাতা প্রদান করা হ'তো। ১৯৩৩ সালের কলেজ এ্যানুয়াল রিপোর্টে দেখা যায় যে কলেজের আবাসিক মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ৬৮ তে উন্নীত হওয়ায় এবং পাশাপাশি কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্র সংখ্যা কম থাকায় নিউ মুসলিম ব্লক এর সাথে ফুলার হোস্টেল বিল্ডিং সাময়িকভাবে বিনিময় করা হয়। ১৯৩০ সালে অধ্যক্ষ টি.টি. উইলিয়ামস এর সময়ে বর্তমান জেলখানার পূর্ব পার্শ্বে মাদ্রাসার নিজস্ব চত্বরে ভবন নির্মিত হওয়ায় রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গন থেকে মাদ্রাসা সেখানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে মাদ্রাসার চত্বরে নিজস্ব ছাত্রাবাস নির্মিত হলে মাদ্রাসার ছাত্ররা সেখানে স্থানান্তরিত হয়। মাদ্রাসার ছাত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাজী মুহম্মদ মহসীনের দানে এবং মহসীন ফান্ডের অর্থে ছাত্র বেতন নির্ধারিত হয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম রাজশাহী কলেজে শুরু হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব চত্বরে স্থানান্তরিত হলে ফুলার ভবনে ছাত্রাবাস হিসেবে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে এ ভবন রাজশাহী কলেজের কলা ও বাণিজ্য অনুষদের কতিপয় বিভাগীয় কার্যালয় ও সেমিনার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১৯৩৩ সালের কলেজ এ্যানুয়াল রিপোর্টে আরও তথ্য পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সময়ে মুসলিম ও নিউ হিন্দু হোস্টেল ছাড়াও আরও ২টি প্রাইভেট হোস্টেল ছিল। যার একটি খ্রিস্টিয়ান মিশনের ব্যবস্থাপনায় (অন্যান্য তথ্যে এই হোস্টেলটি "West Minister Hostel" হিসেবে উল্লেখ

আছে)। যা বর্তমানে মিশন হাসপাতাল নামে পরিচিত। এবং অপরটি হিন্দু মিশনারীজ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো। (অন্যান্য তথ্যে যা "হোম" নামে উল্লেখ আছে)। ক্রিশ্চিয়ান মিশন পরিচালিত হোস্টেলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ছাত্ররাই বসবাস করতো যার আসন সংখ্যা ছিল ৫০টি। হিন্দু মিশনারীজ পরিচালিত হোস্টেলটির আসন সংখ্যা ছিল ১২টি এবং যেখানে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্ররাই বসবাস করতো।

১৯১২-১৩ সালের রাজশাহী কলেজ এ্যানুয়াল রিপোর্ট এ তথ্য পাওয়া যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা থাকায় আরও একটি হোস্টেল নির্মানের জন্য দীঘাপতিয়ার রাজা P.N. Roy ও Kumar B. K. Roy ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা দান করেন (vide No- 1670-15 dated 26/4/1912)

বিভিন্ন হোস্টেলে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় শহরের অনুমতিপ্রাপ্ত কিছু বাড়ী ছাত্রদের মেস্ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অত্র রিপোর্টে নিম্নলিখিত হোস্টেল সুপারবৃন্দের নাম এর উল্লেখ পাওয়া যায়-

1. P.N. Hostel- Babu R.C.Biswas, M.A., Professor of Mathematics
2. HK. Hostel- Babu R.P. Majumdar, M.A., Lecturer of English and History
3. Moslem Hostel- Maulavi G. Yazdani, M.A. Professor of Arabic and Persian

Rajshahi College at a glance-1951

এ তথ্যে নিম্নলিখিত হোস্টেলের উল্লেখ দেখা যায়-

1. College Hostel- 'B' Blocks- for moslem student Accountan-300
2. Rani Hemanta Kumari Hostel- for Hindu students- 12
3. Raja P.N. Hostel- 18
4. Attached Hostel in there requisition houses- (Reuted) (Known as extension hotel-83
5. Girl's Hostel (Rented) Hco- 16
6. Sepaipara Mess- (Rented) Hco- 24

Closed Down- 15/10/50

তৎকালীন হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ঃ

১৯২২ সালের এ্যানুয়াল রিপোর্ট

* আবাসিক ছাত্রদের পানির overhed tank নির্মিত হয়। সেখান থেকে ফুটানো পানি পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতো।
* হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য Free Medical ব্যবস্থা ছিল এবং বিনামূল্যে Medicine সরবরাহ করা হতো।

* প্রত্যেক হোস্টেলের জন্য Hostel সুপারসহ অন্যান্য কর্মচারী ছিল। তাছাড়াও Principal কর্তৃক হোস্টেল পরিদর্শনের জন্য কমিটি গঠন করা হতো। তারা প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করতেন।

* ১৯২২ সালের এ্যানুয়াল রিপোর্ট- পাতা-১২

* Rules for the Hostels attached to the Rajshahi College

উল্লেখ্য এই সময় অধ্যক্ষ কর্তৃক সুপারের নিকট লিখিত চিঠির রীতি বর্তমানের মত ছিল না। সেখানে তারা 'obedient' শব্দটি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত আনুগত্য অর্থে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সংঙ্গে সংগে হোস্টেলের জন্য ইউ,ও,টি,সি, প্যারেড গ্রাইন্ডে ষাটের দশকে ৫৬ আসন বিশিষ্ট একতলা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে চার তলা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়। এর সঙ্গে কলেজের পুরোনো কমনরুম যুক্ত হয়। কয়েক বছর পূর্বে একটি টিনশেড ও পুরোনো কমনরুমের পাশে একটি ত্রিতল ভবন নির্মিত হয়।

বর্তমানে হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ও আসন সংখ্যার একটি পরিসংখ্যানগত চিত্র নিম্নে দেয়া হ'লঃ

	ব্লক	আসন সংখ্যা	প্রশাসনিক ব্যবস্থা	
মুসলিম হোস্টেল	C	৫৯	সুপার- ১জন	
	D	৫৫	সহঃ সুপার- ১জন	
	E	৫৯		
মুসলিম হোস্টেল	A	৫৯	সুপার- ১জন	
	B	৫৯	সহঃ সুপার- ১জন	
	F	৫৫		
মুসলিম হোস্টেল	New Block	৬৯	সুপার- ১জন সহকারী সুপার- ১জন	
বি.কে হোস্টেল	B.K Hostel		সুপার- ১জন	বর্তমানে পরিত্যক্ত
হিন্দু হোস্টেল	H.K Hostel		সুপার- ১জন	
ছাত্রী নিবাস	মূল ভবন		সুপার- ১জন সহঃ সুপার- ১জন	বর্তমানে এখানে জন ছাত্রী বাস করে
	Extension দ্বিতলা		সহঃ সুপার- ১জন	
	Extension একতলা			

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী কলেজে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ৯/৮/১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে একটি নক্শা প্রণীত হয়। ছাত্রাবাসসমূহের নামকরণ করা হয়েছিল নিম্নরূপঃ **AKBUR HOUSE, SANKARA HOUSE, KAPILA HOUSE, KANAD HOUSE, KALIDAS HOUSE, PANINI HOUSE** ইত্যাদি। পরবর্তীতে তা বাস্তবায়ন হয়নি। নক্শাসমূহ 'ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ' সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

রাজশাহী কলেজ সংযুক্ত মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ ও বি. কে. এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটস এর পুরোনো রেকর্ডস সম্পর্কে প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আতফুল হাই শিবলী
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রো: ভাইস চ্যান্সেলার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন পরিচালক ঃ আই,বি,এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমানে ডীন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

তাঁর প্রাপ্ত তথ্যাদিসহ লিখিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হলো ঃ

১৯০৪ সালে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দান এবং ১৯৩৬ সালে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রাজশাহী কলেজের অধীনে যথাক্রমে 'রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ' এবং 'বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট' ('বি.কে. ইন্সটিটিউট নামে অধিক পরিচিত) স্থাপনের ফলে রাজশাহী কলেজের তথা উত্তরাঞ্চলের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও রাজশাহী কলেজের অন্যান্য যে কার্যক্রম পরিচালিত হতো সেগুলো ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও রাজশাহী কলেজের ভূমিকা ছিল অনন্য।

রাজশাহী কলেজ অফিসের এবং রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারের বারান্দায় অত্যন্ত জীর্ণ ও শোচনীয় অবস্থা থেকে যে কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করে যে বিষয়গুলোর উপর মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি সেগুলো সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিম্নে পেশ করা হলো।

রাজশাহী কলেজ রেকর্ডস
(১৮৭৩-১৯৪৭)

মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ (১৯০৪-১৯৬৩)

১৯০৪ সালে রাজশাহীতে রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দিতে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার চর্চাও শুরু হয়। এই সময়কালে বিশেষ করে বাংলায় আরবী অথবা ফার্সী ভাষায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের সংখ্যা থেকে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বেশী।

রাজশাহীতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯০১ সালে। সেই সময় রাজশাহীর কয়েকজন বিদগ্ধ হিন্দু জমিদারী সংস্কৃত পণ্ডিত প্রফেসর ম্যাক্সমূলারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য

অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় বিষয়টি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে তদানিন্তন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জীর (১৮৯৭-১৯১৯, ১৯২০-১৯২৪) উদ্যোগে রাজশাহী কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য যেমন একটি আরবী বিভাগ ছিল, তেমনি হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি সংস্কৃত বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পুঠিয়ার তদানিন্তন রাণী হেমন্তকুমারী দেবীকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করেন এবং আর্থিক অনুদানের জন্য অনুরোধ করেন। রাণী তাঁর ময়মনসিংহ-এর জমিদারী থেকে সংস্কৃত কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক ১৬০০/- টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং একটি ভবন নির্মাণের জন্য এক কালীন ১৭,০০০/- টাকা দান করেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রদের জন্য বার্ষিক ১৮০/- টাকা বৃত্তিও প্রদান করেন।

১৯০৪ সালের ১লা জুলাই বাংলার তদানিন্তন লেঃ গভর্ণর রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গনে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ১৯০৮ সালে কলেজ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। কলেজটি রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে উক্ত কলেজেরই একটি attached ইন্সটিটিউশান হিসেবে স্থাপিত হয়। বারো জন সদস্য নিয়ে সংস্কৃত কলেজের পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন পদাধিকার বলে জেলা কালেক্টর এবং সহ-সভাপতি ও সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ।

১৯০৫ সালে ৩জন শিক্ষক এবং ৩৫জন ছাত্র নিয়ে সংস্কৃত কলেজ কার্যক্রম শুরু। সম্পূর্ণ বিনা বেতনে বেদ, ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, কাব্য, সাখ্য, মিমাংসা প্রভৃতি বিষয়ে কলেজে শিক্ষা দান করা হতো। সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের একজন ইংরেজীর শিক্ষককে দিয়ে প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে ইংরেজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃত কলেজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন রাণী হেমন্তকুমারী। পরবর্তীতে পুঁঠিয়ার চার আনী অংশের কুমার নরেশ নারায়ন মাসিক ২৫/- টাকা, দিঘাপতিয়ার কুমার বসন্ত কুমার রায় মাসিক ১৫/-, গোস্বামী রায়রতন ভারতী ৮/-, রাজশাহী জেলা বোর্ড ১৫/- এবং রাজশাহী পৌরসভা ৫/- টাকা হারে কলেজ তহবিলে অর্থ প্রদান করেছিলেন। ১৯১৭-১৮ সালে রাজশাহী বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শকের মাধ্যমে মাসিক ৭৫/- টাকা হারে সরকারী অনুদান প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালের দিকে এই অনুদান ১৫০/- টাকায় উন্নীত হয়। প্রথম দিকে কলেজের আর্থিক অবস্থান মোটামোটি ভালই ছিল। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ব্যাকরণ পড়ানোর জন্য আরো একজন শিক্ষককে মাসিক ২৫/- টাকা বেতনে নিয়োগ দেয়া হয়। পূর্ববর্তী তিন জন মাসিক ৫০/- হারে বেতন পেতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলেজের আর্থিক বিষয়টি হেমন্তকুমারীর অনুদানের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শুরু থেকেই এই অনুদান পেতে অনেক সময় দেরী হতো। জমিদারীর আয় থেকে যেহেতু উক্ত অনুদান আসতো, সেহেতু তার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না। ফলে শিক্ষকদের বেতন এবং ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানও অনিয়মিত হয়ে পড়তো। যেহেতু কলেজের কোন রিজার্ভ ফান্ড ছিলো না, প্রায়ই রাজশাহী কলেজের তহবিল থেকে ধার হিসাবে সংস্কৃত কলেজকে দেয়া হতো। ১৯২৩ সালে পুঠিয়ার চারআনী অংশের অনুদানও বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় জেলা বোর্ড এবং রাজশাহী পৌরসভার কাছেও আর্থিক অনুদানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানায়।

১৯৪২ সালে রাণী হেমন্তকুমারী দেবীর মৃত্যু সংস্কৃত কলেজের জন্য এক বিরাট আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাঁর জমিদারী থেকে অনুদান সম্পূর্ণ অনিয়মিত পর্যায়ে পৌছে এবং এক সময় মনে হয়েছিল যে হয়তো কলেজটি বন্ধই হয়ে যাবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত বিভাগোত্তরকালে কোন বকেয়া অনুদান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রথমদিকে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কলেজটি শুরু হয়েছিল এবং তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পাকিস্তান আমলে কলেজটির জন্য যে রকম উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রাজশাহীর বিভাগীয় শিক্ষা অফিস জলপাইগুড়ি থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উক্ত শিক্ষা অফিসের জন্য সংস্কৃত কলেজ ভবনটি সাময়িকভাবে ছেড়ে দিতে হয়। কলেজটি বন্ধ হওয়ার পূর্ব অবধি রাজশাহী কলেজের একটি ভবনে সংস্কৃত কলেজের কার্যক্রম চালু ছিল। পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও সংস্কৃত কলেজ ভবনটি তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হ'ন নি। বর্তমানে রাজশাহী শিক্ষা বিভাগীয় দপ্তর বা ডি.ডি.পি.আই. অফিস হিসাবে এককালীন গৌরবময় প্রতিষ্ঠান হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

একদিকে যেমন শিক্ষক-ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে, অন্যদিকে ঔদাসীন্যে এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের সেরকম উৎসাহ না থাকায় ১৯৬৩ সালে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়।

রাজশাহী কলেজ রেকর্ডস

১৮৭৩-১৯৪৭

বসন্ত কুমার এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট, রাজশাহী (১৯৩৬-১৯৫২)

১১ই আগষ্ট ১৯২০ সালে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বসন্ত কুমার রায়, এম.এ., বি.এল. একটি উইলের মাধ্যমে রাজশাহীতে এটি কৃষি ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২,৫০,০০০/- টাকা দান করেন। বসন্ত কুমার রায় ট্রাস্টের তত্ত্বাবধায়কগণ এই লক্ষ্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত আরো এক লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হ'ন। সরকার বসন্তকুমারের এই অনুদান গ্রহণ করলেও বিভিন্ন কারণে ১৯৩৬-এর পূর্বে ইন্সটিটিউট স্থাপন সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ ১৬ বছরের ব্যবধানে উক্ত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়।

১২ই মে, ১৯৬৩ সালে একটি সরকারী নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (সংযুক্ত) রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের প্রশাসনের অধীনে "বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট"- নামে রাজশাহীতে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়।

রাজশাহী কলেজের রাণী হেমন্তকুমারী হোস্টেল সংলগ্ন নাটোর রোডে অবস্থিত উক্ত হোস্টেলের রান্নঘর ও ডাইনিং হল ভবনের সংস্কার সাধন করে শুরু হয় বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল ইন্সটিউট এর কার্যক্রম।

প্রথম দিকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কৃষি ইন্সটিটিউট-এর কার্যক্রম চলতে থাকে। সরকারী কৃষি ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত কৃষি ইনস্টিটিউটের একটি prospectus- এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, বিস্তারিত কোর্স, ভর্তির নিয়মাবলি ইত্যাদি উল্লেখ করা আছে (সংযুক্তি-২)

কৃষি ইন্সটিটিউট থেকে পাস করা ছাত্ররা প্রায় সবাই কোন না কোন চাকুরী পেয়ে যেতো। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে ১৬ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলো। তার মধ্যে পাস করেছিল ৭জন। এই ৭জনই পাস করে চাকুরী পেয়েছিল। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ভাল চলছিলো। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এর ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৯৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত এর কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। যে দানপত্রের মাধ্যমে কৃষি ইন্সটিটিউটের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়ে, দেশ বিভাগের পর উক্ত মূল দানপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া যাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কেউ কেউ মারাও যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃ চালু রাখার জন্য একটি Revised Scheme সরকারের কাছে পেশ করা হলেও তার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ১৯৫২ সালের শেষের দিকে সরকারী এক নির্দেশে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই কৃষি ইন্সটিটিউটের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র নিলাম হয় ষাট দশকে। মূল ভবনটি ১৯৫৩ সালে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়। এরপর ১৯৫৫ সালে উক্ত ভবনটি রাজশাহী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য সাময়িকভাবে হোস্টেল হিসাবে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। পরবর্তীতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভবনটি পুনরায় রাজশাহী কলেজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনেক বেগ পেতে হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে উক্ত ভবনটির উপর রাজশাহী মাদ্রাসার অযৌক্তিক দাবীর জন্য দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এক পর্যায়ে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্রদের সংঘর্ষও হয়। ১৯৮২ সালে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভবনটি পুনরায় রাজশাহী কলেজের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার জন্য বলা হলেও ১৯৯০ সালে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ভবনটি ছেড়ে দেয়। বর্তমানে বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউটের ভবনটি তার নিজস্ব নাম হারিয়ে রাজশাহী কলেজের অধীনে ছাত্রদের হোস্টেল হিসাবে "বি.কে. ছাত্রাবাস" নামে পরিচিত এবং বর্তমানে জীর্ণ প্রায় হওয়ায় পরিত্যক্ত রয়েছে।

রাজশাহী কলেজ রেকর্ডস
(১৮৭৩-১৯৪৭)
বার্ষিক প্রতিবেদন

রাজশাহী কলেজের অফিস বিল্ডিং থেকে বিভিন্ন কাগজ-পত্র স্থানান্তর করার সময় অপ্রয়োজনীয় বলে যেসব নথিপত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় ফেলে দেয়ার জন্য রাখা হয়েছিলো সেগুলো থেকে রাজশাহী কলেজ সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত রাজশাহী কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদন, রেজিষ্টার, প্রসপেক্টাস, কলেজ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত স্কীম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) REPORTS

1. Report on the Rajshahi College and the Attached Institutions for the year 1912-13.
2. Annual Report on the Rajshalhi College and the Attached Institution for the year 1913-14.
3. Annual Report on the Rajshahi College and the Attached Institutions for the year 1914-15
4. Annual Report on the Rajshahi College for the year 1918-19
5. Annual Report on the Rajshahi College for the year 1919-20
6. Annual Report on the Rajshahi College for the year 1922-23
7. Report on Rajshahi College for 1925-26 (jInspected on the 26th March 1926)
8. Rajshahi College: Annual Report for 1934-35 (Typed)
9. Rajshahi College: Anniversary (7th September 1934) Annual Report 1934
10. Rajshai College: Annual Report for 1946-47 (1)
11. Quinquennial Report on the Rajshahi College for the year 1907-08 to 1911-12
12. Quinquennial Report on the Rajshahi College for the years 1917-18 to 1921-22
13. Quinquennial Report of the Rajshahi College for the years 1922-23 to 1926-27
14. Quinquennial Report of the Rajshahi College for the years 1932-33 to 1936-37

(খ) REGISTER

রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথমবারের মত ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে বার্ষিক রেজিষ্টার প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজশাহী গ্রন্থাগারে এর কোন কপিই পাওয়া যায় নি। প্রথম প্রকাশিত রেজিষ্টারটি কলেজ অফিসের বারান্দায় কাগজের স্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে, Rajshahi College: Register 1934-35.

1. Prospectus of the Rajshahi College 1928-29 (?)
2. Prospectus of the Rajshahi College 1929-30
3. Prospectus of the Rajshahi College 1933-34

(ঘ) INFORMATION CONCERNING RAJSHAHI COLLEGE

1. Information concerning Rajshahi College, Rajshahi Session 1934-1935
2. Information Concerning Rajshahi College, Rajshahi Session 1939-1940
4. Information Concerning Rajshahi College, Rajshahi Session 1941-42

(ঙ) MAGAZINE

1. The Rajshahi College Magazine Vol. XII, February-1923 No. II.
2. রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিন (তারিখ উল্লেখ নেই, অসম্পূর্ণ)।

(চ) MISCELLANEOUS REPORTS

1. Improvement Scheme of the Rajshahi College, 1914
2. Notes on Rajshahi College (undated)

রাজশাহী কলেজ রেকর্ডস
(১৮৭৩-১৯৪৭)
এম.এ./বি.এল.কোর্স

রাজশাহী কলেজে কয়েক বছরের জন্য এম.এ. ও বি.এল কোর্স চালু ছিল। এই দুইটি কোর্সের সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। ১৯৩৩-৩৪ সালের রাজশাহী কলেজের প্রসপেক্টাস-এ উল্লেখ রয়েছে "The year 1881 saw the inauguration of the M.A. classes and the B.L. classe ware added in 1883" অথচ ১৯২৯-৩০ সালের Prospectus-এ উল্লেখ করা আছে "The B.L. & M.A. classes were added in 1881 and 1893 respectively" যতদুর জানা যায় রাজশাহী কলেজ থেকে ১৮৯৪ সালে প্রথম ব্যাচের এম.এ. পরীক্ষা হয়। সেই হিসাবে এম.এ. কোর্স ১৮৯৩ সালে এবং বি.এল. কোর্স ১৮৮১ সালেই শুরু হয়েছে বলে ধরা যায়। ১৯৩১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারেও ঐ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন, ও গণিত, পদার্থ, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে এম.এ. কোর্স চালু ছিল।

রাজশাহী কলেজে Pleadership ক্লাস প্রথম থেকেই চালু ছিল। স্থানীয় 'বার' এর একজন উকিল এই ক্লাস নিতেন। ছাত্ররা ৫/- টাকা হারে বেতন দিত এবং উক্ত বেতন থেকেই আইন বিষয়ের শিক্ষকের বেতন দেয়া হতো। উক্ত শিক্ষকের বার্ষিক বেতন ২৪০০/- টাকার উর্দ্ধে ছিল না। Pleadenship পরীক্ষা দিয়ার জন্য ছাত্রদেরকে জেলা জজের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। কলেজে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো না। তাদেরকে শুধু মাত্র এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র দেয়া হতো যে তারা রাজশাহী কলেজে নির্দিষ্ট কিছু আইন সংক্রান্ত কোর্স ও লেকচার-এ অংশ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে কলেজে কোন রেকর্ডও রাখা হতো না। এই Pleadership কোর্স ১৯৯২ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজশাহী কলেজে বি.এল.ও এম.এ. যথাক্রমে ১৮৮১ ও ১৮৯৩ সালে শুরু হলেও কয়েক বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম প্রবর্তনের ফলে ১৯০৯ সাল থেকে উক্ত কোর্সদ্বয়ের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষ ও রাজশাহী এসোসিয়েশন পুনরায় এম.এ./বি.এল. কোর্স খোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে ১৯১৪ সালে রাজশাহী কলেজের সার্বিক সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন স্কীম সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। সেই স্কীম-এ রাজশাহী কলেজে ইতিহাস, দর্শন ও গণিত বিষয়ে এম.এ. কোর্স ও বি.এল. কোর্সে পুনরায় চালু করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে পুঁঠিয়া রাণী হেমন্তকুমারী দেবী এই উদ্দেশ্যে ৫০,০০০/- টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। এর সঙ্গে একটানা পাঁচ বছর পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব নেয়ার জন্য রাজশাহী এসোসিয়েশন এগিয়ে আসে। ১৯২১ সালে এই প্রস্তাব ভি.পি.আই. অনুমোদন করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন।নীতিগতভাবে আপত্তি না থাকলেও আর্থিক কারণে সরকার এ বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯২৩ সালে রসায়ন বিষয় বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে এম.এ. কোর্স খোলার একটি সংশোধিত স্কীম সরকারের কাছে পাঠানো হয়। এই সংশোধিত স্কীমে সরকারের কোন অতিরিক্ত আর্থিক দায়-দায়িত্ব না থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ১৯২৬ সালে কেবলমাত্র ইতিহাস বিষয়ে এম.এ. কোর্স এবং একই সঙ্গে বি.এল. কোর্স খোলার জন্য রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষ আরো একটি সংশোধিত স্কীম সরকারের কাছে পাঠান। সরকার শুধু মাত্র ইতিহাস বিষয়ে এম.এ. খোলার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বি.এল. কোর্সের জন্য নয়। অথচ এম.এ. ও বি.এল. ক্লাস একসঙ্গে চালু না থাকলে ছাত্র সংখ্যা খুবই অপ্রতুল হবে। ছাত্ররা একই সঙ্গে এম.এ. ও বি.এল. কোর্স অধ্যয়ন করতে চায়। সুতরাং বি.এল. কোর্সের অনুমোদন না পেলে এম.এ. কোর্স চালু রাখা যাবে না বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করে। তাছাড়া রাজশাহী এসোসিয়েশনের থেকে বি.এল. কোর্সের সম্পূর্ণ খরচ বহনের বিষয়ে কোন আশ্বাসও দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর প্রতিশ্রুত ৫০,০০০/- টাকা ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকদের অনুরোধক্রমে রাজশাহী শহরে খাবার পানি সরবরাহের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এমতাবস্থায় রাজশাহী কলেজে এম.এ. ও বি.এল কোর্স খোলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

রাজশাহী কলেজ রেকর্ডস

(১৮৭৩-১৯৪৭)

খেলাধূলা

রাজশাহী কলেজে খেলাধূলার সুযোগ ছিল অনন্য। ছাত্রদের জন্য যে কোন ধরনের শরীর চর্চা অথবা যেকোন একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। নিম্নলিখিত যে কোন একটি খেলায় তাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হতোঃ ফুটবল, হকি, টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, বাসকেটবল, ভলিবল, শরীর চর্চা, নৌকাচালনা, দেশীয় খেলা (হা ডু ডু, দৌড়ানো, লাফানো ইত্যাদি) এবং ড্রিল। প্রতিটি খেলার শাখা একজন অধ্যাপকের অধীনে ছিল। প্রতিটি শাখায় চার জন ছাত্র সদস্যসহ (অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কসহ) একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে একটি এ্যাডভাইজারী কমিটি ছিল। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট খেলাধূলার সরঞ্জামাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করতেন। ফুটবল ও নৌকা চালনা ছিল খুবই জনপ্রিয়। কলেজের বেশ কিছু শিক্ষক নৌকা চালনা ও টেনিস খেলায় অংশ নিতেন। মাঝে মাঝে ক্রিকেট খেলায় ও তারা অংশ গ্রহণ করতেন।

১৯২১-১৯২২ সালের শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিতভাবে খেলা ধূলায় প্রতিটি শাখায় শিক্ষকদের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়।

মৌলভী আব্দুল হামিদ	-	ফুটবল ও ওয়াটারপোলো
বাবু হরিদাস মুখার্জী	-	টেনিস ও ব্যাডমিন্টন
বাবু ক্ষীরোদ মোহন সেন	-	হকি
বাবু কালিপদ ঘোষ	-	ক্রিকেট
বাবু কুমুদ নাথ চৌধুরী	-	নৌকা চালনা
বাবু হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী	-	দেশীয় খেলা ধূলা
মৌলভী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	কৃষি কাজ
বাবু বিশ্বে স্বর দত্ত	-	Manual Training
বাবু বিজয় গোপাল মুখার্জী	সভাপতি	
বাবু কৌশিক নাথ ভট্টাচার্য	সদস্য	শরীর চর্চা
বাবু ক্ষীরোদ মোহন সেন	সদস্য	বাস্কেট বল
বাবু সতীশ চন্দ্র তালুকদার	সম্পাদক	
বাবু নরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী	সম্পাদক	ড্রিল (Drill)
বাবু জ্যোতিষ চন্দ্র ট্যাটার্জী	সম্পাদক	অভ্যন্তরীন খেলাধূলা ও সামাজিক অনুষ্ঠান

প্রত্যেক ছাত্রের খেলাধূলা ও শরীর চর্চা খাতে বার্ষিক ৩/- টাকা ফি ধার্য ছিল। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে কলেজের ছাত্ররা উপরোক্ত খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতো। কলেজের বাইরেও প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন করা হতো। বিশেষ করে রাজশাহী কলেজের ফুটবল দল খুব শক্তিশালী ছিল। ১৯২৩ সালে ১৮টি ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়- এর মধ্যে ১৩টি ছিল বেসরকারী। ২টি শীল্ড এবং ১টি 'কাপ' এবং ২টি রাজশাহীর বাইরে- (প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা কলেজের সঙ্গে)। ফুটবল খেলা এতই জনপ্রিয় ছিল যে অধিক সংখ্যক ছাত্রের অংশ গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত ১টি মাঠের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ফলে কলেজে ফুটবলের ২টি দল 'এ' ও 'বি' গঠন করা হতো। ১৯২৪ সালে 'The Rajshahi Challenge Cup' নামে একটি দ্বৈত টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় সেখানে রাজশাহী কলেজ অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করে। রাজশাহীর বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধূলা হতো সেগুলো হলো- প্রেসিডেন্সী কলেজ, গৌহাটি কলেজ, সরদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, হুগলী কলেজ, স্কটিশ-চার্চ কলেজ প্রভৃতি।

মহা মহিমাণব- মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত পরত বর্ষের শ্রীল শ্রীযুক্ত ষ্টেট-
সেক্রেটারী সাহেব বাহাদুর
প্রবাল প্রতাপেষু

লিখিতং শ্রী রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী জওজে স্বর্গীয় রাজা যতীন্ত্র নারায়ণ রায় জাতী- ব্রাহ্মণ পেশা জমিদারী নিবাশ রাধানী পুঁঠিয়া ষ্টেসন পুঁঠিয়া জেলা রাজসাহী স্থাবর সম্পত্তি দান পত্রমিদং কার্য্যঞ্চলে রাজসাহী বিভাগে সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত কোন বিদ্যালয় বা বন্দোবস্ত না থাকায় সংস্কৃত ভাষা ও

শাস্ত্রের চর্চ্চা অতি কম হইয়াছে এবং ইচ্ছা স্বত্বেও বিদ্যার্থীগণ সংস্কৃত পাঠের সুযোগ না পাইয়া সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া অন্য ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে উক্ত অভাব কথঞ্চিত দূর করা ও সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে আমি সদর মহকুমা বোয়ালিয়া রাজসাহী কলেজের অন্তর্গত আমার নিজ নামে অবস্থিত একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতে ও তাহার ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে ও তাহা গবর্ণমেন্টের হস্তে দিতে ইচ্ছুক হইয়া জানালে বঙ্গদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেন্টে গবর্ণমেন্ট সাহেব বাহাদুর আমার প্রার্থণা মঞ্জুর ও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করায় আমি সন ১৯০৪ সালের জুলাই মাস হইতে রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজ নামে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া তাহার বার্ষিক ব্যায় ১৬০০/- টাকা ও তিনটী ছাত্রির বৃত্তি মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বার্ষিক ১৮০/- টাকা একুনে শালিয়ানা ১৭৮০ টাকা দিয়া আসিতেছি এবং ন্যুনাধিক ১০০০০ টাকা মূল্যে উক্ত কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি এক্ষণে উক্ত রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজের ব্যায় উক্ত বার্ষিক ১৭৮০ টাকা নির্ব্বাহার্থ ও তাহা চির স্থায়ী করণ ও যথাসময়ে বিনাব্যায়ে ও সুলভে চিরকাল পাওয়ার স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেন্টকে দান করিয়া তাহা অধীন বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার ইচ্ছা করিয়া আমার স্বামীর ষ্টেটের অংশকে নিজ ইচ্ছামত দান বিক্রয়ার্থ সর্ব্ব প্রকার ব্যবহার করার নিমিত্ত নিম্নের তপশীলের লিখিত নিজ খরিদ সম্পত্তি যাহার বাজার মূল্য ৬০,০০০/- টাকা এবং যাহাতে আমি আমার স্বামীর স্টেট হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে স্বত্ত্ববর্তী ও দাখিল কারিণী আছি তাহা দান করিয়া শালিয়ানা ১৭৮০, টাকা +২২৭৭৯৯=৪০৫৭৯৯ টাকা কায়েসী জমায় আমি গবর্ণমেন্টের অধীনে উক্ত সম্পত্তি দর পাওনা লইয়া রিতীমত সিলকার হাকিলাম ও পাটটা গ্রহণে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলাম অতএব এই দান পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে তফশীলের লিখিত সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব স্বামীত্ব ছিল তাহা অদ্য হইতে গবর্ণমেন্টের হইল আমি উক্ত সম্পত্তিতে গবর্ণমেন্টের অধীনে দর পত্তনীদার সূত্রে দখলিকার থাকিয়া ভূম্যাধিকারীর প্রাপ্য উপরোক্ত ২২৭৭৯৯ পাই ও সেসাদি সমস্ত যাহা নিজে আদায় করিব ও মুনফা শালিয়ানা ১৭৮০ টাকা কবুলিয়তের লিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে রাজসাহী কালেক্টরীতে দাখিল করিব। কোন হেতুতে উক্ত ১৭৮০ টাকা মুনাফা কমি হইবে না সরকার বাহাদুর উক্ত মুনাফার ১৭৮০ টাকা দ্বারা চিরস্থায়ীরূপে বার্ণত রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজ গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাধিনে রাখিয়া ব্যায় নির্ব্বাহ ও ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিতে থাকিবেন উক্ত রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজ স্থিরতর থাকা কালতক উক্ত সম্পত্তির মুনাফা উক্ত ১৭৮০ টাকার সহিত আমার কি আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণের কোন প্রকার স্বত্ব সংশ্রব থাকিলনা। গবর্ণমেন্ট উক্ত সংস্কৃত কলেজের উন্নতীকরা ব্যাতীত কোন প্রকার অবনতি করিতে পারিবেন না ও উক্ত কলেজ উঠাইয়া দিয়া বা অবনতি করিয়া উক্ত মুনাফার টাকা অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন না উক্ত সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া গেলে বা খরচ কম করিলে তাহার পুনরাবর্ত্তন ক্রমে আমাকে বা আমার ওয়ারিশানগণকে ও স্থলাভিষিক্তগণকে বর্ত্তিতে পারিবে। ও উক্ত মুনাফার টাকা দিতে বাধ্য থাকিব না। তাহাতে গভর্ণমেন্টের কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না উক্ত কলেজ চিরকাল রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজ নামে খ্যাত ও যথোপযুক্ত চলিতে থাকে তাহার সর্ব্ব প্রকার বন্দোবস্ত গভর্ণমেন্ট করিবেন এতদর্থে স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লিখিয়া দিলাম ইতি।

বি. কে এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট

NOTIFICATION

The Charitable Endowments Act. 1890.
Minister-In-Charge" The Hon'ble Khan Bahadur M. Azizul Haque.

No. 295 T. Edn.-12th May 1936-

Whereas the late Basanta Kumar Roy, by caste Tili, of Dighapapatia in Bengal by his Will, dated the 11th August 1920, appointed Promoda Nath Roy, Mohendra Kumar Shaha Chowdhury and Hemendra kumar Roy executors and trustees therefore, and whereas the said Basanta Kumar Roy died on the 17th day of August 1920 without having revoked or altered his said Will, probate whereof was duly granted to the said executors by the District Judge of Rajshahi on the 21st day of September 1921, and whereas the said Basanta Kumar Roy by his said Will directed (inter alia) as follows :-

"Out of my assets Rs. 2,50,00 (Two Lakhs and a half) in Government promissory notes of 3 percent, are to be placed in the hands of the Government of Bengal for creating an endowment, the interest of which is to be utilised for the purposes mentioned below :-

For making arrangements for the advanced teaching of such sciences as Botany, Zoology, etc. in the Rajshahi College, with a view to the introduction therein as soon as possible of a higher agricultural course, which I hope will include dairy-farming and cattle-breeding.

(b) For creating a scholarship of Rs. 35 (thirty-five) a month tenable for three years, to be awarded every year to a graduate in Science of the Rajshahi College, who is a native of the Rajshahi Division, for prosecuting his studies in an Agricultural College. If a candidate be not available from amongst the natives of the Rajshahi Division the scholarship of the year may be awarded to a suitable graduate in Science of the Rajshahi College belonging to any other part of Bengal for studying in an Agricultural College. The candidate is to be selected by the Governing Body of the Rajshahi College.

(c) If however, the advanced teaching, i.e., B.Sc, studies of the aforesaid Sciences, mentioned in paragraph (a) becomes impossible in the Rajshahi College on any account at any time, the interest accruing from this endowment is to be devoted, either to the helping or to the establishment of an Agricultural institution at Rajshahi, including dairy-farming and cattle-breeding, or, if that be not feasible, to the awarding of scholarships to the graduates in science, who are natives of the Rajshahi Division, for studying Applied Sciences in India or abroad. The scholarships and the amount of the scholarships are to be determined by the Governing Body of the Rajshahi College.

AND WHEREAS during the administration of the estate of the said donor Basanta Kumar Roy interest accumulated on the said Government promissory notes which has since been collected and invested in additional Government securities of the nominal value of Rs. 1,60,000.

AND WHEREAS particulars of the said Government promissory notes and securities of the total nominal value of Rs. 4,10,100 are set out in the First Schedule hereunder written.

AND WHEREAS the said executors Promoda Nath Roy, Mohendra Kumar Shaha Chowdhury and Hemendra Kumar Roy, and the persons acting in the administration of the Trust, have applied to the Government of Bengal under section 6(2) of the Charitable Endowments Act, 1890, for an order under section 4 of the said Act that the said promissory notes and securities may be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for the territories subject to the Government of Bengal and that the income thereof may be applied for the said Charitable purpose upon the terms of a scheme to be settled under section 5 of the said Act.

AND WHEREAS if being impossible to give effect to the wishes of the late donor expressed in clause (a) of the above extract from his Will it has been resolved to give effect to clause (c) thereof.

AND WHEREAS a scheme has accordingly been settled wherein effect has given to the wishes of the author of the Trust so far as such wishes could be ascertained and so far as effect could reasonably be given thereto in the opinion of the Government of Bengal.

It is HEREBY THAT the Government of Bengal (Ministry of Education) in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, VI of 1890, and upon the application and with the concurrence of the executors both hereby order and direct that Government promissory notes and securities described in the First Schedule hereunder written shall as from the first publication of this notification vest and be thenceforth vested in the Treasurer of Charitable Endowments for the territories subject to the Government of Bengal to be held by him and his successors subject to the provisions of the said Act and the rules from time to time framed thereunder upon trust to permit the same and the income thereof to be used for the endowment and maintenance of a permanent fund for the establishment and maintenance at Rajshahi in Bengal of an institution for agricultural instruction to be called after the name of the late donor "Basanta Kumar agricultural Institute, Rajshahi" and the foundation of scholarships to be called after the name of the late donor "Basanta Kumar scholarship in Agriculture" and in accordance with the terms of a scheme of management the particulars whereof are set forth in the Second Schedule hereunder written.

AND IT IS HEREBY FURTHER NOTIFIED that the said scheme shall come into operation on the vesting of the said property in the said Treasurer of Charitable Endowments for the territories subject to the Government of Bengal.

List of the Government promissory notes of the late Basanta Kumar Roy of Dighapatia donated for the Agricultural College at Rajshahi under the provision of his Will.

		Rs.
$3\frac{1}{2}$ per cent. G. P. notes of 1885	...	. 2,50,000
6 per cent. Port Trust Debenture of 1925	...	11,500
5 per cent. G. P. notes of 19945-55	...	16,000
5 per cent. Loan of 1939-44	...	38,500
$6\frac{1}{2}$ per cent. Loan of 1935 (Treasury Bond)	...	17,000
4 per cent. Loan of 1960-70	...	31,500
5 per cent. Loan of 1940-43	...	1,000
5 per cent. Loan of 1938-40	...	44,600
Total	...	4,10,100

The Second Schedule above referred to.

1. This Endowment shall be called "The Basanta Kumar Roy Charitable Endowments" in memory of the late donor Basanta Kumar Roy of Dighapatia.

2. The object of the Endowment shall be as indicated in the Will of the donor, that is to say, the income of the said Fund shall be utilised for the following purposes :-

(a) For establishing an institution for agricultural instruction-including dairy-farming and cattle-breeding. If in the opinion of the Administrators the said income is insufficient for this purpose or if for any other reason it is or shall be impracticable, to apply the said income towards such agricultural instruction, the same shall be applied for scholarships for graduates in Science who are natives of the Rajshahi Division of Bengal to assist them in studying Applied Science either in India or abroad, in accordance with a fresh scheme to be settled by the said Administrators with the approval of the Government of Bengal.

(b) The foundation of a scholarship of Rs. 35 per month continuing for each holder of the scholarship shall be awarded once every year, or at such intervals as the Governing Body of the Rajshahi College may from time to time and with the approval of the Local Government determine having regard to the income of the Endowment, Such

scholarships shall be awarded to the students of the Rajshahi College for the purposes and in manner hereinafter mentioned and shall be subject to the provisions hereinafter contained.

3. The scholarships mentioned in clause 2(b) shall be called Basanta Kumar scholarship in Agriculture. The holders thereof shall be selected by the Governing Body of the Rajshahi College as from time to time appointed or constituted, but shall be natives of the Rajshahi Division being also graduates in Science from the said Rajshahi College. Such selection may be made by means of special examinations of may be based upon general progress in the College. The scholarship any at the discretion of the aforesaid Governing Body be awarded for any period not exceeding three years and aforesaid Governing Body may discontinue any scholarship wholly or partly at their discretion for misconduct or unsatisfactory work or for any cause which they may deem sufficient. If in any year there shall be no candidate from natives of the Rajshahi Division, the scholarship for that year may be awarded by the aforesaid Governing Body to a suitable graduate of the said College in Science from any other part of Bengal. Any unexpended income intended for scholarships under clause 2(b) shall be used for the purpose sanctioned in clause 2(a) hereof.

4. Name- The institution referred to in clause 2(a) hereof shall be known as Basanta Kumar Agriculture Institute, Rajshahi, after the name of donor.

Object.- The object of Institute shall be to impart a thorough and practical training in Agriculture and other allied subjects including dairy-farming and cattle-breeding and to provide modern scientific training in agriculture as far as possible with a view to turning out trained practical agriculturists capable of taking up farming and applying improved methods.

The course, therefore, will be more practical in nature than theoretical and the students will be expected to do all the directions of the Superintendent of the Institute.

Admission.- There will be two classes of students-

(i) casual students, and

(ii) regular students.

(i) casual students shall generally be students, who, along with their studies in the College classes at Rajshahi of elsewhere, join the Institute for such vocational training as may be available-practical and theoretical- as casual students.

(ii) Regular students will be those who are solely and whole-time students of the Agricultural Institute.

In the case of (ii) regular students admissions shall ordinarily be open to (i) Matriculates, and to (ii) those who have read up to the end of the second year's course of the I,Sc. standard, or equivalent or higher standard with Science subjects. The Matriculates will have to follow a four years' course unless the Superintendent of the Institute is of opinion that it is possible for such students to complete the course earlier.

Those who have read up to the second year's course of the I.Sc. standard of equivalent or higher standard with Science subjects will have only a two years course of training.

Applications for admission will be received by the Superintendent of the Institute up to the 15th of July or such other date as the Superintendent may fix for this purpose. The normal qualification for admission shall be a press certificate in the Matriculation Examination of any Indian University but candidates who have passed the above examination from either the Calcutta University of Dhaka Board of Intermediate and Secondary Education shall have preference. Preference shall also be given to candidates from the Rajshahi Division, provided they satisfy the requirements for admission, Should suitable Matriculates be not available others can be considered but these will be required to pass an admission test of a similar or suitable standard.

Applicants must apply through the Headmaster of the school last attended by them, who would testify as to their age, educational qualification, character and physical fitness. The age of the candidate at the time of application should be between 15 and 19 years.

Period of study.- The course of study shall be spread over the following period :-

For Matriculates or for those who have not read up to the end of second year I.Sc. course-

First year.- Mathematics, Physics, Chemistry and Botany-Theoretical and Practical-with farm work.

Second year.- Mathematics, Physics, Botany and Chemistry as above but with more Practical work and with more farm work.

Third year.- Horticulture, Dairy, Poultry, Agricultural Farming.

Fourth Year.- Horticulture, Dairy, Cigar-making.

In the first and second years provision shall be made for some suitable practical field work either in poultry of in dairy of in cultivation of crops or in agricultural farming. Students completing the I.Sc. course up to the end of the second year of higher course in Science shall be able to begin from the third year's course. Classes shall begin in the first week of August every year.

Certificate.- At the completion of the course on examination test, both theoretical and practical, shall be held by a Board consisting of the Director of Public Instruction and the Director of Agriculture, Bengal, with such other persons as they nominate on this behalf, and students coming out successful be given certificates.

Discipline.- On admission, the students shall be required to give an undertaking to the effect that they will obey the rules of the Institute, observe discipline and respect the instruction of the authorities of the Institute. Any student not satisfying as to progress made at the end of the first year shall be liable to stay in the first year course of study again. Any student is liable to expulsion for misbehavior and the power to so expel a student will lie with the Board of Management of the Institute hereinafter mentioned.

Control and staff.- The Institute shall be under the control and administrative authority of the Principal of the Rajshahi College subject to such directions, instructions and rules as may be framed by the Board of Management or the Director of Public Instruction.

The staff of the Institute will consist of a Superintendent assisted by lecturers.

The first staff of the Institute shall be appointed by Government of the recommendation of an expert Board, which shall be appointed for this purpose, provided that at any later stage such appointments shall be made by the Government on the recommendation of the Board of Management.

Charges.- A regular student will have to pay a fee of Rs. 3 per month while a casual student will only pay a fee of Rs. 3 per month. These rates may be varied by the Board of Management with the approval of Government, There will be no admission fee, but the Board of Management reserve the right to levy admission fee which shall not exceed the rate of monthly tution fee for regular students with effect from any session they deem fit.

Each student will be required to deposit a sum of Rs. 5 as caution money at the time of admission which will be refunded on his leaving the Institute, less the cost of breakages. The rules governing the realisation and refund of, and deduction from, the caution money deposits from the pupils of the Government colleges shall ipso facto apply to the pupils of the Basanta Kumar Agricultural Institute.

Notwithstanding the above rule, the unclaimed caution money deposits shall be deposited to the Reserve Fund of the Institute and not in the Treasury as in the case of Government Institutions.

All regular students shall ordinarily reside in the hostel provided, for which a special seat-rent shall be charged. The students will manage their own mess under the guidance and general control of the Superintendent of the hostel.

Vacation.- There will be only one vacation in the year beginning from the 15th December to the 15th January or such other dates as the Board of Management shall consider suitable. The laboratory work and lecture classes will not be held on Sundays and other gazetted holidays, but the actual field training will go on throughout the year, except in the vacation noted above, and at such times and days as the Superintendent shall from time to time determine in this behalf.

Syllabus.- The course of study will include 'theoretical and practical training in dairy-farming, including preparation of dairy-products, horticulture, poultry, cigar-making and agricultural farming, as outlined below-

(a) The syllabus for the course of training in horticulture shall include practical farm work for the production of vegetable and fruit crops, instruction in canning and bottling of fruits and vegetables, specialised instruction in the chemistry and bacteriology of fruit and fruit products, standardisation of veneers suitable for the various types of fruit and vegetables, horticulture chemistry, horticulture botany, and horticulture pathology.

(b) The syllabus in dairying shall include dairying , cattle management, preparation of dairy products, such as butter, ghee, cheese, case-in, with a specialised course in dairy chemistry and dairy bacteriology and shall include milk-pasteurization, milk and butter-testing, foods and feeding, management of dairy live-stock, economics of dairy farming with practical farm work.

(c) Poultry, including management of poultry, poultry food, feeding of the chickens and adults, rearing and production, management and marketing with practical farm work.

(d) Cigar-making.

(e) Training in agriculture with agricultural biology, agricultural botany and farm management with practical field work.

5. The Administrators of this Endowment shall be the Board of Management hereinafter mentioned.

6. The income of the Fund shall be payable by the said Treasurer to the President of the Board of Management when and as such income is received and shall be distributed by the Administrators as hereinafter set out.

7. The Board of Management.- The Board of Management shall be constituted as follows :-

(1) District Magistrate- Ex-officio President.

(2) Principal of the Rajshahi College.

(3) The Head of Dighapatia family, the present incumbent being Kumar Prativa Nath Roy.

(4) One representative of the Trustees of the Will of the late Basanta Kumar Roy, the present representative being Mr. Hemendra Kumar Roy.

(5) One representative of the junior branch of the Dighapatia family to be nominated by the District Magistrate, Rajshahi, the present representative being Mr. Sarat Kumar Roy.

(6) The Deputy Director of the Agriculture, Rajshahi Circle.

(7) The Superintendent of the Basanta Kumar Agricultural Institute-Ex-officio Secretary.

(8) The Chairman of the Rajshahi District Board or a representative of the Board appointed by it.

(9) Th Secretary or a representative of the Rajshahi Association.

(10) The Secretary or a representative of the Muhammadan Association, Rajshahi.

(11) The Director of Public Instruction, Bengal, or his nominee.

(12) The Director of Agriculture, Bengal, of nominee.

(13) and (14) One Moslem and One Hindu member nominated by Government. The present Hindu nominee being Babu Kishori Mohan Chawdhury, M.L.C.

(The name of the Moslem member will be notified later)

The two nominated members will hold office for three years and government will have power at any time of reconstitute the Board of Management in such manner as they may consider necessary, after informing the Trustees.

B. G. Press-1936-37-3346G-150.

In the event of the President of the said Board of Management not being present at a meeting of the Board of Management, the member present shall elect a Chairman of the meeting. The Board of Management shall hold meetings from time to time as may be considered advisable. Eight members of the Board of Management shall constitute a quorum, and all questions arising at any meeting of the said Board of Management shall be decided by a majority of votes and in the event, of an equality of votes the President shall have a second or casting vote. Absence on the part of a member, other than the Ex-officio member, without the consent of the Board, from more than six consecutive meetings of the Board will render his seat vacant.

8. The Board shall manage the said Institute and shall have power, with the approval of the Government of Bengal, to remove any person holding any office or servant employed in the said Institute and appoint another to fill in the vacancy, and more specially shall have power, with the approval of Government, to appoint a qualified Superintendent and Lecturers.

9. The scale of expenditure at all Institute shall be kept within the limits of the resources for the time being available, and such resources shall be utilised and expended by the Board as it shall think fit or as it shall direct, the Board being empowered in this behalf to delegate the whole or any part of the utilisation and expenditure of such resources to the Superintendent of the Institute.

10. The Board shall have power in their absolute discretion to retain and accumulate such portion of the income of the Fund as they shall from time to time think fit for the purpose of forming a reserve fund for maintenance, development and expansion of the Institute; such reserve fund shall when of a sufficiently large amount be remitted to the Treasurer of Charitable Endowments to be invested by him.

11. The Treasurer of Charitable Endowments shall sell and convert into money such part of the reserved fund which may have been invested under clause 10 as the Administrators may in their absolute discretion direct and such money shall be paid by the Treasurer of Charitable Endowments to the Administrators who shall apply the same for the purposes of such maintenance or as aforesaid.

12. The Board may make from time to time such rules as they may consider advisable for the selection of the holders of the scholarships and for the management and maintenance of the Institute and all other matters in connection therewith.

13. The Board shall keep such books of account as are prescribed in the Account Rules for the guidance of Administrators of Trust Funds in Bengal and may require the Superintendent or other officers to keep similar accounts and all such accounts shall be produced, when called for, for inspection by the Education Department or any officer duly authorised for that purpose.

H. Graham,
Secy. to the Gort of Bengal.

প্রস্পেকটাস ও এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলী দলিল পত্রাদি ও মূল্যবান ডকুমেন্টের সাথে মুদ্রিত হয়েছে।

রাজশাহী কলেজ রেকর্ড রুমে প্রাপ্ত ছবি

নাম না জানা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি- যাঁরা রাজশাহী কলেজের শিক্ষা উন্নয়নে অবদান রেখে গেছেন।

রাজশাহী কলেজে কর্মরত অবস্থায় যে সমস্ত শিক্ষককে হারিয়েছি- তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

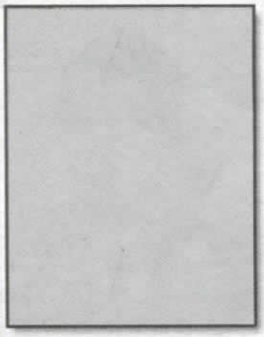

শহীদ ফজলুল হক
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ
(মৃত্যুঃ ১৯৭১)

মরহুম ড. এম. তামিজুল হক
অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
(মৃত্যুঃ ১৯৮৪)

মরহুম মনিরুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
(মৃত্যুঃ ১৯৮৮)

আমরা বেদনাহত ও শোকাভিভূত যে, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার উপদেষ্টা এ জে এম রেজাউল হক চৌধুরী এ গ্রন্থ ছাপাকালে ইন্তেকাল করেন। আমরা তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করছি।

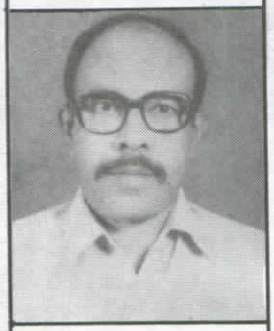

মরহুম এ. জে. এম. রেজাউল হক চৌধুরী
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ
(মৃত্যুঃ ২০০০)

মরহুম ডঃ সগীর উদ্দীন মিঞা
অধ্যাপক, ইসঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি
(মৃত্যুঃ ১৯৯৭)

মরহুমা কামারুন্নেসা
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ
(মৃত্যুঃ ১৯৯৮)

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দের প্রাপ্ত ছবি

ডঃ পি. ডি. শাস্ত্রী
১৯৩৩-৩৫

মি. জে. এম. বোস
১৯৩৫-৪০

ডঃ স্নেহময় দত্ত
১৯৪১-৪৫

ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
১৯৪৫-৫০

ডঃ আই. এইচ. জুবেরী
১৯৫০-৫১

মি. এ. করিম মন্ডল
১৯৫১

ডঃ এম. শামসুল হক
১৯৫৪-৫৬

ডঃ আব্দুল হক
১৯৫৬-৫৮

ডঃ শামসুজ্জামান চৌধুরী
১৯৫৮-১৯৬১

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দের প্রাপ্ত ছবি

মিঃ এম. এ. হাই
১৯৬১-৬৯

ডঃ এম. শামসুদ্দিন মিয়া
১৯৭০-৭২

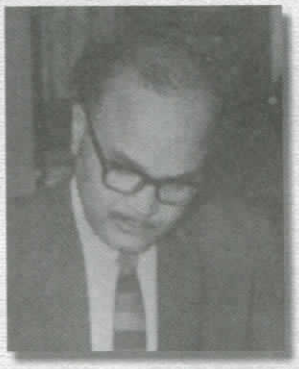

ডঃ নূরুর রহমান খান
১৯৭২-৭৬

ডঃ এম. নইমুদ্দিন
১৯৭৬-৭৯

মিঃ এম. লুৎফর রহমান
১৯৭৯-৮১

ডঃ এস. এম. আব্দুর রহমান
১৯৮১-৮৩

ডঃ এম. আবুল কাশেম
১৯৮৪-৯০

ডঃ এম. শামসুর রহমান
১৯৯০-৯২

মিঃ এম. সেরাজুল ইসলাম
১৯৯২-৯৩

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দের প্রাপ্ত ছবি

মিঃ শামসউদ্দীন আহমেদ
১৯৯৩-৯৫

মিঃ এ. এস. এম. মোয়াররফ
১৯৯৫-৯৬

মিঃ গোলাম রব্বানী
১৯৯৬

মিঃ শের মোহাম্মদ
১৯৯৭

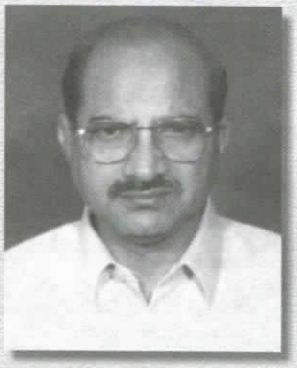

মিঃ এম. ইউনুস আলী দেওয়ান
১৯৯৭-৯৮

বেগম আখতার বানু
১৯৯৮-৯৯

মিঃ এম. আব্দুল হাই চৌধুরী
১৯৯৯

মিঃ অরুণকুমার ভট্টাচার্য্য
২০০০

মিঃ কে এম জালাল উদ্দীন আকবর
২০০০-

রাজশাহী কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাস

সি.ডি.ই শাখা

তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণের তালিকা

ক্রমিক নং	তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল		ক্রমিক নং	সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত			হইতে	পর্যন্ত
১।	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	৩০-৪-৭৬	০৬-৫-৮৪	১।	মোঃ ফজলুর রহমান	৩০-৪-৭৬	১৪-৬-৮০
২।	মোঃ শামসুদ্দিন খান	০৬-৫-৮৪	১৫-৯-৮৪	২।	মোঃ জিল্লুর রহমান	২৪-৬-৮০	২৮-২-৮২
৩।	মোঃ আব্দুল মজিদ	১৫-৯-৮৪	১৩-৬-৮৫	৩।	মোঃ শামসুদ্দিন খান	২৮-০২-৮২	০৬-৫-৮৪
৪।	মোঃ আহাদ আলী মোল্লা	১৩-৬-৮৫	৩১-০১-৮৮	৪।	মোঃ ইসরাইল হক	১৫-৯-৮৪	৩১-০১-৮৮
৫।	মোঃ ইসরাইল হক	৩১-০১-৮৮	০১-০১-৯২	৫।	মোঃ ইসমাইল হোসেন শেখ	৩১-৭-৮৮	০১-০১-৯২
৬।	মোঃ ইসমাইল হোসেন শেখ	০১-০১-৯২	৩১-৮-৯২	৬।	মোঃ নূরুল হক	০১-০১-৯২	৩১-৮-৯২
৭।	মোঃ নূরুল হক	৩১-৮-৯২	১২-৭-৯৪	৭।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	৩১-৮-৯২	১২-৭-৯৪
৮।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	১২-৭-৮৪	৩১-০১-৯৮	৮।	মোহাঃ শাহ আলম	১২-৭-৯৪	০৪-১০-৯৪
৯।	মোঃ আনারুল হক প্রাং	০১-০২-৯৮	২৮-০২-০১	৯।	মোঃ আনারুল হক প্রাং	০৪-১০-৯৪	৩১-০১-৯৮
১০।	মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন	০১-৩-০১	০৪-৭-০১	১০।	মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন	০১-০২-৯৮	২৮-০২-০১
১১।	মোহাম্মদ আবুল ফজল	০৫-৭-০১		১১।	মোঃ আবুল ফজল	০১-৩-০১	০৪-৭-০১

রাজশাহী কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাস

নিউ শাখা

তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণের তালিকা

ক্রমিক নং	তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল		ক্রমিক নং	সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত			হইতে	পর্যন্ত
১।	মোঃ বেলায়েত আলী	১৯৭১	১৯৭৩	১।	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	১৯৭৩	১৯৮০
২।	মুঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী	১৯৭৩	১৯৭৯	২।	মোঃ মফিজ উদ্দিন	১৯৮০	১৯৮০
৩।	এ.বি.এম রেজাউল হক	১৯৮০	১৯৮৪	৩।	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৯৮৪	১৯৮৫
৪।	মোঃ শামসুদ্দিন খান	১৯৮৪	১৯৮৫	৪।	মোঃ মিজানুর রহমান	১৯৮৫	১৯৯২
৫।	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৯৮৫	১৯৮৬	৫।	শেখ মোঃ রবিউল করিম	১৯৯২	১৯৯৮
৬।	মোঃ আক্কাস আলী খান	১৯৮৬	১৯৮৮	৬।	মোঃ শহিদুল আলম	১৯৯৮	১৯৯৯
৭।	শেখ মোঃ রবিউল করিম	১৯৯৮	১৯৯৮	৭।	মোঃ মাহবুবুর রহমান সেলিম	১৯৯৯	২০০০
৮।	মোঃ নবীর উদ্দিন	১৯৯৮	১৯৯৯	৮।	মোঃ ইব্রাহিম আলী	২০০০	২০০১
৯।	মোঃ শহিদুল আলম	১৯৯৯	২০০০				
১০।	মোঃ আসিফ মান্নান	২০০০	২০০১				

মহারাণী হেমন্তকুমারী হিন্দু ছাত্রাবাস

তত্ত্বাবধায়কগণের তালিকা

ক্রমিক নং	তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
১।	শ্যামা প্রসাদ রায়	১৬-০২-৭২	০১-৬-৭৮
২।	জামিনী শংকর শীল	০১-৬-৭৮	৩০-৯-৮৪
৩।	সনৎ কুমার সুত্রধর	০১-১০-৮৪	০৮-৬-৮৯
৪।	স্বপন কুমার দত্ত	০৯-৬-৮৯	১৮-৭-৯২
৫।	সনৎ কুমার সুত্রধর	১৯-৭-৯২	১৩-৭-৯৭
৬।	নিতাই চন্দ্র সাহা	১৪-৭-৯৭	৩১-৫-২০০১
৭।	রবীন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য	০১-৬-২০০১	

বি.কে. ছাত্রাবাস

তত্ত্বাবধায়কগণের তালিকা

ক্রমিক নং	তত্ত্বাবধায়কগণের নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
১।	মোঃ আনসার আলী		
২।	মোঃ কহিনুর ইসলাম		
৩।	মোঃ শরিফুল ইসলাম	১৯৯৬	২০০১

প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব

রাজশাহী কলেজের প্রয়াত ছাত্র-শিক্ষক

পরবর্তীতে যাঁরা সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এরকম কয়েক জন।

শ্রী রাধিকা মোহন মৈত্র
পিতাঃ জমিদার শ্রী ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র
রাজশাহী কলেজের কৃতী ছাত্র।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদশিল্পী।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)
জন্ম ঃ শিমুলিয়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
পিতা ঃ মথুরানাথ মৈত্রেয়।
পৈতৃক নিবাসঃ গুড়নই গ্রাম, রাজশাহী।
ইতিহাসবেত্তা।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ এন্ট্রান্স-১৮৭৮, বোয়ালিয়া গভর্ণমেন্ট স্কুল, রাজশাহী। এফ.এ-১৮৮০ এবং বি.এল-১৮৮৫ রাজশাহী কলেজ। রাজশাহী রেশম-শিল্প বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৯৭)। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আধুনিক বাঙালি-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁর একখানি সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক গ্রন্থ। 'কায়সার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক প্রাপ্তি (১৯১৫)। সি.আই.ই. উপাধি লাভ (১৯২০)।

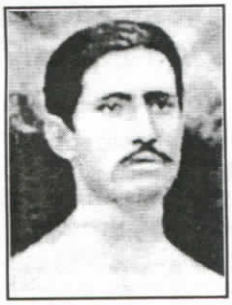

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)
জন্ম ঃ ভাঙাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
পিতা ঃ গুরুপ্রসাদ সেন।
গীতিকার, কবি ও সঙ্গীতশিল্পী।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ এফ.এ. ১৮৮৫। রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসা ১৮৯১। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" গানটি রচনা করে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' রজনীকান্তের বিশিষ্ট গানের সঞ্চয়ন।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজ (১৮৬৮-১৯২৬)
জন্মঃ হরিশপুর, নাটোর।
পিতাঃ শ্রীনাথ রায়।
জমিদার ও লেখক।
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ এন্ট্রান্সঃ ১৮৮৬। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী কলেজে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁর আর পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠেনি। স্বশিক্ষিত এই ব্যক্তিত্ব 'সাহিত্য পত্র' প্রকাশনা ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'নূরজাহান' (১৯১৮) ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)
জন্ম ঃ কারচমাড়িয়া, নাটোর।
পিতা ঃ রাজকুমার সরকার।
ইতিহাসবিদ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ এফ.এ. ১৮৮৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিক হিসেবে মোগল যুগের ইতিহাস রচনায় পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করে। শিবাজী (১৯২৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সি.আই.ই. উপাধি লাভ (১৯২৬) এবং স্যার উপাধি লাভ (১৯২৯)।

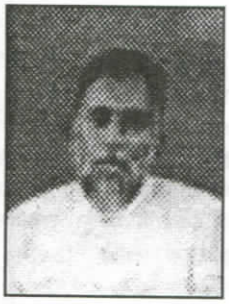

খান বাহাদুর এমাদউদ্দীন আহমদ (১৮৭৫-১৯৩৬)
জন্ম ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।
সমাজসেবক ও জনহিতৈষী।
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহী কলেজের ছাত্র।
এফ.এ. ১৮৯১ এবং বি.এ. ১৮৯৩ ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. পাশের পর রাজশাহী জজ কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। পরবর্তীকালে অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আইনসভার সদস্য (এম. এল. সি.) নির্বাচিত হন এবং পরে ডেপুটি স্পিকার(ডেপুটি প্রেসিডেন্ট)এর পদ লাভ করেন।

রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫ - ১৯৮২)
জন্মঃ নবাবপুর, ঢাকা।
পিতাঃ জগমোহন বসাক ।
ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষকঃ (১৯১১-১৯১৮)
পরবর্তীতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।
কলকাতায় অধ্যাপনা জীবন শেষে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিনি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। সংস্কৃতের এই নিষ্ঠাবান পণ্ডিত 'সোনামণি' পুরস্কার লাভের বিরল গৌরব অর্জন করেন।

শ্রীকুমার ব্যানার্জী (১৮৯২-১৯৭০)
জন্মঃ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
পিতাঃ শ্রী মধুসূদন ব্যানার্জী।
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও বাংলা ভাষার গবেষক।
রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ (১৯৩৫-৪০) ও অধ্যক্ষ (১৯৪০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে কলেজে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিকাশ ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য ও মহামিলনের এক অপূর্ব কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় রাজশাহী কলেজ।

আবদুল করিম মণ্ডল (১৮৯৬-১৯৫৮)
জন্মঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
পিতাঃ মোঃ উজির মন্ডল।
শিক্ষাবিদ ও গণিতশাস্ত্র বিশারদ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ আই.এ ১৯১৫, ডিষ্টিংশনসহ বি.এ১৯১৮।
রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষঃ ১৯৫১।
একজন আদর্শ প্রশাসক, ধৈর্যশীল শিক্ষক এবং উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ সহজ প্রবেশিকা পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি ; Simplified Intermediate and Higher Algebra ;Theory of finite Differences.

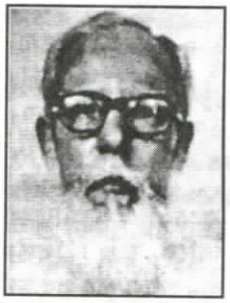

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)
জন্ম ঃ কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
পিতা ঃ কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ।
সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ আই.এস-সি (১৯১৭)। 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক (১৯২৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর পদ লাভ (১৯৫০)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৬৬)। জাতীয় অধ্যাপক মর্যাদায় ভূষিত (১৯৭৫)।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)
জন্ম ঃ শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
পিতা ঃ আজম আলী।
সাহিত্যিক।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ আই.এ. (১৯১৬) এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১৮)। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অফিসার পদে যোগদান এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। একজন সৃজনশীল গদ্যশিল্পী। বাংলা ভাষায় দার্শনিক ও চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'পারস্য প্রতিভা' তাঁর বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থ। 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৬২)।

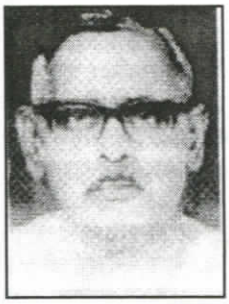

সাদত আলি আখন্দ (১৮৯৯-১৯৭১)
জন্মঃ চিঙ্গাশপুর, বগুড়া।
পিতাঃ সানিউদ্দিন আখন্দ।
মননশীল গদ্য লেখক।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ বি.এ অনার্স (ইতিহাস)-১৯২০।
ইতিহাস ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইতিহাসের শহীদ' (১৯৩৫) অন্যতম।
তাঁর কৃতী দুই পুত্র প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও চরমপত্র খ্যাত এম.আর. আখতার (মুকুল)।

গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১)
জন্ম ঃ ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
পিতা ঃ শেখ মোঃ আব্দুল জব্বার মুন্সী।
শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষকঃ ১৯৪৩-১৯৫৬। সিরাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ঃ ১৯৫৯। ১৮টি ভাষায় পারদর্শী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ 'ফারসি ভাষার ব্যাকরণ' (১৯৩৪)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান ও স্বর্ণ পদক লাভ (১৯৩২)।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)
জন্ম ঃ জোয়ারী, নাটোর।
পিতা ঃ নলিনীনাথ বিশী।
সাহিত্যিক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন নিপুণ বিশ্লেষক।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ ইংরেজী অনার্সসহ বি.এ. (১৯৩৬)।
আনন্দ বাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ঃ ১৯৪৬-১৯৪৯।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কেরী সাহেবের মুন্সী (১৯৫৮)। প্রাপ্ত কয়েকটি পুরস্কারের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পুরস্কার লাভ (১৯৮৩)।

প্রফেসর আবুহেনা
জন্ম ঃ মুর্শিদাবাদ (১৯০১)।
শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ (১৯২১)। রাজশাহী কলেজের শিক্ষক (১৯২২-১৯৪২)
কৃতী প্রফেসর আবুহেনার কৃতিত্বের সবচেয়ে বড় দিক ছিল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখা এবং কলেজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষা করা।
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Reactions and Reconcilement.
উল্লেখ্য, গ্রন্থটি তিনি নিজে ১০ জনুয়ারী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ ইলিয়াস আহমদের মাধ্যমে রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে প্রদান করেন।

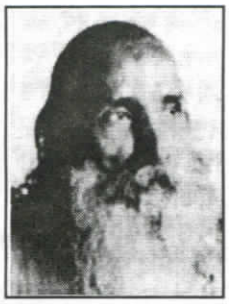

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)
জন্ম ঃ মুরারীপুর, পাবনা।
পিতা ঃ জয়ধর আলি মণ্ডল।
ফোকলোর বিশেষজ্ঞ, লেখক ও শিক্ষাবিদ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ বি.এ. ১৯২৬, রাজশাহী কলেজের শিক্ষকঃ ১৯৪১। বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। সরকার পরিচালিত মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদক (১৯৪৯)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬০)। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫)।

মাদার বখশ (১৯০৫-১৯৬৭)
জন্মঃ সিংড়া, নাটোর।
সমাজসেবক ও জনহিতৈষী।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ আই.এ. ১৯২৪ এবং বি.এ. ১৯২৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সমাজসেবা, বিশেষ করে সমাজ গঠনমূলক কাজে তাঁর সুনাম রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা। রাজশাহীতে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)
জন্ম ঃ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৪৮। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঃ ১৯৭৫-৭৬। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান তুলনারহিত। বিশেষ করে বায়ান্নো'র ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পুরোধা এবং নির্ভীক প্রবক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯৩৫),বাংলাভাষার সংস্কার (১৯৪৪)। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪)।

সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭)
জন্ম ঃ রসুল্লাপুর, কুমিল্লা।
শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৩৩। অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৪-এর জানুয়ারী মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দাঙ্গাপীড়িতদের আশ্রয় দান করে মানব কল্যাণের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'শতাব্দীর স্মৃতি'।

ইতরাত হোসেন জুবেরী
জন্মঃ মায়াহারা , উত্তর ভারত (১৯১৩)
শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রশাসক।
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ। রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৫০-১৯৫১)। রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি মুসলিম ছাত্রদের জন্য কালো শেরওয়ানী ও সাদা পাজামা এবং হিন্দু ছাত্রদের জন্য ধুতি ও গলাবন্ধ কোট পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। প্রশাসনে দক্ষ এই ব্যক্তি সুশীল সমাজের প্রশংসা অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন (১৯৫৩-১৯৫৭)।

আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯১৮-১৯৯৭)
জন্ম ঃ ধামরাই, ঢাকা।
পিতা ঃ ইসমাইল মল্লিক।
শিক্ষাবিদ ও গবেষক। বৃটিশ ভারতের ইতিহাস গবেষণায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ (১৯৪৪-১৯৫৩)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রনালয়ের সচিব নিযুক্ত। গবেষণামূলক গ্রন্থঃ British Policy and the Muslim in Bengal (1757-1856).

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৮)
জন্ম ঃ শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রী লাভ। চল্লিশের দশকে রাজশাহী কলেজের কৃতী ছাত্র হিসেবে অধ্যক্ষ শ্রীকুমার ব্যানার্জী ও উপাধ্যক্ষ ডক্টর সুবোধ সেন গুপ্তের নজরে পড়েন। সুন্দর, সুস্পষ্ট হাতের লেখার জন্য কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু গ্যেটে' গ্রন্থটি কপি করে দিয়েছিলেন আবদুল হক।
বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)
জন্ম ঃ মরিচা, মুর্শিদাবাদ।
পিতা ঃ আবদুল গনি।
শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক।
রাজশাহী মাদ্রাসা থেকে (রাজশাহী কলেজের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান) উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৫ম স্থান অধিকার (১৯৩৬)।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৪৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ১৯৪৯। বাংলাভাষার বিভিন্ন ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বিলাতে সাড়ে সাত'শ দিন (১৯৫৮)। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১)।

শিব প্রসন্ন লাহিড়ী
জন্মঃ রাজশাহী শহর (১৯১৯)।
শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রঃ আই.এ ১৯৩৯ ও বি.এ অনার্স ১৯৪১।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষকঃ ১৯৫১-১৯৬০।
সংস্কৃতে ও বাংলায় স্নাতকোত্তর এই কৃতী অধ্যাপক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও তিনি দেশ ত্যাগ করেননি। শিক্ষকতার মহান পেশা তাঁকে এতই আকৃষ্ট করেছিলো যে,স্বাধীনতা যুদ্ধে সন্তান হারানোর বেদনা তাঁকে ততটা আহত করতে পারেনি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা।রম্য রচনাঃ যৎকিঞ্চিত (১৯৮৭)।

সুবোধ সেনগুপ্ত
জন্ম ঃ (১৯০৮)
শেক্সপিয়র-বিশেষজ্ঞ সুবোধ সেনগুপ্ত শ্রীকুমার ব্যানার্জীর সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে চল্লিশের দশকে রাজশাহী কলেজের ইংরেজী বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি তিরানব্বই বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

ডঃ মুখলেসুর রহমান (১৯২৪-১৯৯৩)
শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
পিতাঃ মৌলভী মিজানুর রহমান।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ ১৯৪০-৪১।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৫০-৫৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে যোগদান করেন। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পরিচালক ও কলা ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)
জন্ম ঃ ঢাকা শহর, পৈত্রিক নিবাস পাবনা।
চলচ্চিত্রকার ও সংস্কৃতিকর্মী।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ আই.এ. (১৯৪৬)।
ভিন্নধর্মী ও নিরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন।
উল্লেখ্যযোগ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা ঃ তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), যুক্তি তক্কো গপ্পো (১৯৭৫)।
ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ (১৯৬৯)।

সুনীল কুমার মুখোপধ্যায় (১৯২৭-১৯৮৪)
জন্মঃ দুলুখণ্ড, ফরিদপুর।
সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।
রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষকঃ ষাটের দশকের প্রথম ভাগ। 'জসীমউদ্‌দীন কবি মানস ও কাব্য সাধনা' তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (১৯৮৩)। বাংলা একাডেমী পুরুস্কার লাভ (১৯৮১)।

একরামুল হক (১৯২৭-১৯৯৬)
জন্মঃ বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ শিক্ষাবর্ষ- ১৯৪৭-১৯৪৮।
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলেজে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনশন পালন করায় তাঁকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মানবিক বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৭তম স্থান অধিকার করেন।
রাজশাহী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ঃ ১৯৫৯-১৯৬২।
তাঁর উদ্যোগ ও পরিচালনায় কলেজ মিলনায়তন উদ্বোধনে ছাত্র-ছাত্রীরা 'মানচিত্র' নাটক অভিনয় করে। রাজশাহীতে ইতোপূর্বে মেয়েদের চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতো।
বায়ান্নো'র ভাষা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তৎকালীন স্বৈরাচার আইয়ূব সরকারের চাপে তিনি চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)
জন্মঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ বি.এ. ১৯৫১।
পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত ১৯৫৮।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান ১৯৬৬।
উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম ঃ রাইফেল রোটী আওরাত ১৯৭১-এ লিখিত এবং ১৯৭৩-এ প্রকাশিত।
রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী, ভক্ত ও প্রগতিশীল শিক্ষক আনোয়ার পাশাকে পাক হানাদার বাহিনীর এ-দেশীয় সদস্যরা ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার মীরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে।
বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ- ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৮-১৯৮৩)
জন্ম ঃ বোদা, দিনাজপুর।
রাজনীতিবিদ।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ আই.এ. ১৯৪৬, বি. এ. ১৯৪৯।
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবীতে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব বাংলায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়, মোহাম্মদ সুলতান রাজশাহী কলেজের ছাত্র হিসেবে সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।
মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৫২)। সদালাপী মোহাম্মদ সুলতান এদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কাজী আব্দুল মান্নান (১৯৩০-১৯৯৪)
জন্ম ঃ ইংরেজ বাজার, মালদহ।
পিতা ঃ কাজী আবদুল গফুর।
গবেষক ও অধ্যাপক।
রাজশাহী কলেজের ছাত্র ঃ বি.এ. (অনার্স) ১৯৪৯।
রাজশাহী কলেজে শিক্ষক ঃ ১৯৫৪-১৯৫৮।
দক্ষ অধ্যাপক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিদীপ্ত বক্তা ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসেবে খ্যাত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক প্রয়াস ও সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ-১৯৬২।

আবদুল্লাহ আল-মুতী (১৯৩০-১৯৯৮)
জন্ম ঃ ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
পিতা ঃ শেখ শরফুদ্দীন।
লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক, গবেষক ও বৈজ্ঞানিক।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৫৪-১৯৫৬।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বিশ্বসৃষ্টির মালমশলা (১৯৬৫)। লোকশিক্ষামূলক সাহিত্যে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ (১৯৬৯)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ (১৯৯৫)।

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)
জন্ম ঃ গোবিন্দা, পাবনা।
শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক।
রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ঃ ১৯৬১।
কবিতা, প্রবন্ধ ও গান লিখে সুনাম অর্জন। সুবক্তা, টেলিভিশনের বাককুশল রসিক উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবে খ্যাত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কাব্য- 'আপন যৌবন বৈরী' (১৯৭৪)। প্রবন্ধ-গবেষণাঃ শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫)।
আলাওল পুরস্কার লাভ (১৯৭৫)। একুশের পদক প্রাপ্তি (১৯৮৭)।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৪০-১৯৮৯)
জন্ম ঃ কলকাতা।
পিতা ঃ গোলাম সারোয়ার।
গবেষক ও লেখিকা।
রাজশাহী কলেজের ছাত্রী ঃ আই.এ. ১৯৫৭।
বাংলা উপন্যাসের রাজনৈতিক ধারাকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে খ্যাতি অর্জন। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় তাঁর লেখা সমৃদ্ধ।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সাহিত্যের সামাজিকতা (১৯৮৫)।

'প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বে'র তালিকায় রাজশাহী কলেজের অগুনতি প্রয়াত ছাত্র-শিক্ষকের নাম প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবির অভাবে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রাপ্ত মূল নক্শাসমূহ ঃ

১। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নক্শা সম্ভবতঃ এর কারণেই স্যাডলার কমিশন রাজশাহী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।
২। ফুলার মহামেডান হোস্টেলের নক্শা
৩। হিন্দু ও মহামেডান হোস্টেলের নামকরণ সংক্রান্ত নক্শা
৪। হিন্দু হোস্টেলের কুকশেড নক্শা
৫। কলেজ কম্পাউন্ড নক্শা
৬। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের গাড়ীর গ্যারেজের নক্শা
৭। কমনরুম ও ক্যান্টিনের নক্শা
৮। নাটোর রোডের বিকল্প পরিকল্পনা সংক্রান্ত নক্শা
৯। চেয়ার, টেবিল, আলমিরা ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি আসবাবপত্রের নক্শা
১০। কলেজ 'At a glance' ২টা।

কৈফিয়ৎ

সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু প্রমাদ রয়ে গেল, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সহৃদ পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য উল্লেখ করছিঃ

পৃষ্ঠা ৭-এ 'কলেজের' হবে 'কলেজ', ১০-এ 'Inspection' হবে, ১৩-এ 'News' হবে, ১৫-এ 'প্রবন্দ' নয় 'প্রবন্ধ' হবে, ২৬-এ 'শিষ' নয় 'শিব' হবে । অপর দিকে অনবধানতাবশত:ই ৩৯ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ২২৭৭৯৯ এবং ৪০৫৭৯৯; হবে '২২৭৭৵৯' এবং '৪০৫৭৵৯', 'কায়েসী' নয় 'কায়েমী' হবে। বেশ কয়েক জায়গায় কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জী বাহাদুরের মূল নাম কুমুদিনি ছাপা হয়েছে।

নির্বাচিত তথ্যপঞ্জি ঃ

১. Annual Report of Rajshahi College- 1912, 1913, 1916, 1917, 1918

২. Quinquennial Report of the Rajshahi College from year 1917-18 to 1921-22; 1922-23 to 1926-27 and 1932-33 — 1936-37.

৩. Rajshahi College 61st Anniversary (7th Sept., 1934)

৪. Annual Report on the Rajshahi College, 1933, 1934

৫. The Rajshahi College Magazine Vol. XXIII (Feb. 1934 Vol. 1)

৬. The Diamond Jubillee Magazine- 1934

৭. Hundred years of the University of Calcutta (Supplement) 1957.

৮. 'রাজশাহীর ইতিহাস', ১ম খণ্ড, কাজী মোহাম্মদ মিছের।

৯. 'রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', শ্রী কালীনাথ চৌধুরী।

১০. 'আচার্য যদুনাথ জীবন সাধনা', মনি বাগ্‌চি।

১১. 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২. 'পুঠিয়া রাজবংশ', বিমলাচরণ মৈত্রেয়।

১৩. 'রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন', ড. তসিকুল ইসলাম সম্পাদিত।

১৪. 'শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ঃ ১৯৮৪', রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার।

১৫. 'শতবর্ষ স্মরণিকা ঃ ১৯৮৮', রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

১৬. 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।

১৭. 'কাজী আব্দুল ওদুদ', ড. খোন্দকার সিরাজুল হক।

১৮. 'রাজশাহীর ইতিবৃত্ত', এবনে গোলাম সামাদ।

১৯. 'প্রতীচ্য পুরাণ', ফরহাদ খান।

২০. 'Reaction and Reconcilement', Abu Hena

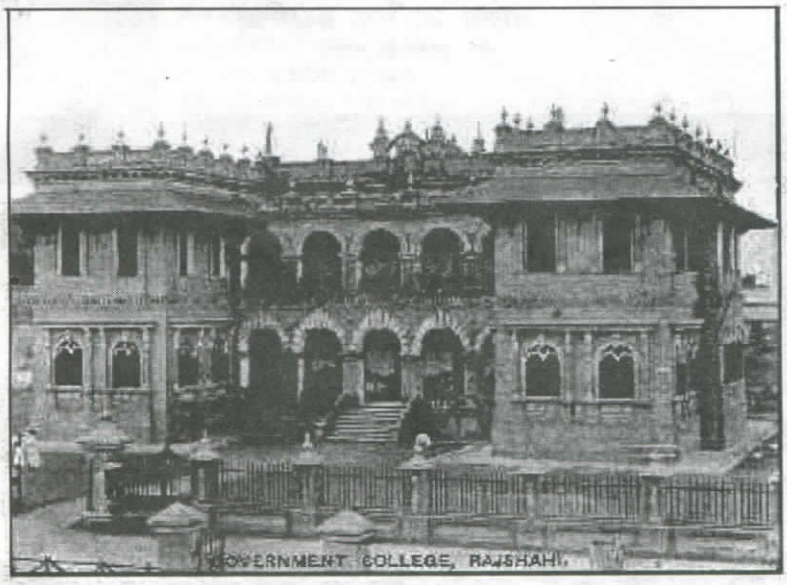

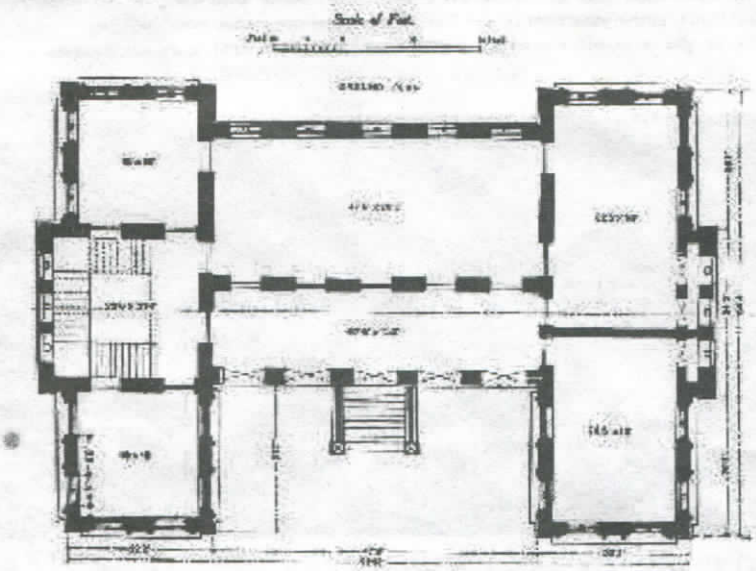

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত লে-আউট প্ল্যানসহ মূল ভবন

বাংলা সাহিত্য মজলিস্

রাজশাহী কলেজ

১৯৫৫-৫৬

চেয়ারে (বাম থেকে ডানে) :—কাহ্‌হিনা খাতুন, অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (সহঃ সভাপতি), অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আল্‌মুতী (সহঃ সভাপতি), মনিরুল হুদা (সাধারণ সম্পাদক), ডাঃ আবদুল হক (অধ্যক্ষ), অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী (সহঃ সভাপতি), অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান (সহঃ-সভাপতি), মোহাম্মদ আফতাবুদ্দিন শাহ (সহঃ সাধারণ সম্পাদক), আখতার জাহান।

দাঁড়ানো (বাম থেকে ডানে) :—মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ (সম্পাদক, সাংস্কৃতিক বিভাগ), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ আবুহেনা, মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন, মোহাম্মদ আবদুল হালিম খান (সম্পাদক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ), মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কাজী মসউদ-উল-হক (সম্পাদক, পত্রিকা বিভাগ), মোহাম্মদ ফজলুল ইসলাম (সম্পাদক বিজ্ঞান বিভাগ), মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, মোস্তাফা আবদুল জব্বার, মোহাম্মদ মুনিরউদ্দীন, শাহ মুনির আহমদ, কাজী জাফর আহমদ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), আজাদ ইশরাত সিরাজী, এ, এফ, ফরিদ উদ্দিন আহমদ।

রাজশাহী কলেজ ক্যাম্পাসের পেছনদিকের ক্যামেরা দৃষ্টি